CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 September, 2019 ■ আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৫ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

সিষ্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধির স্পষ্টীকরণ মুখ্যমন্ত্রীর

গরিবের ক্ষতি হবে না, আসছে নতুন প্রকল্প আয়ুষ্মান ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। ভুলে ভরা বিজ্ঞপ্তি। তাই, সংশোধনের পর কার্যকর হবে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নয়া শুল্ক। তবে গরিবদের জন্য ওই শুল্ক দিতে হবে না। কারণ, আয়ুষ্মাণ ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যেই হবে তাঁদের চিকিৎসা। কেবল, এপিএল-দের চিকিৎসায় হাসপাতালে ফি দিতে হবে। তবুও, পূর্বের ফি-র তুলনায় ৩১ শতাংশ হ্রাস পাবে নয়া নিয়মে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই স্বাস্থ্য পরিষেবায় শুল্ক বা ফি বৃদ্ধি নিয়ে সমস্ত সমালোচনার জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে ঘোষণা করেছেন, আয়ুষ্মান ত্রিপুরা নামে নতুন একটি প্রকল্প শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ২০১১ সালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জাতিগণনা অনুসারে যে সব গরিব পরিবার বাদ পড়েছে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা প্রদান করা।

গত কয়েকদিনে ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধি নিয়ে তোলপাড় হয়ে উঠেছিল রাজ্য রাজনীতি। বিরোধীরা মানুষের ভাবাবেগে ওই বিষয়টির ভয়াবহ তুলে ধরতেও সমর্থ হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে চাপে পড়ে যায় শাসকদল বিজেপি। কিন্তু, আজ বিরোধীদের সমস্ত সমালোচনার মোক্ষম জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই ইস্যুতে স্পষ্টীকরণ দেওয়ার পাশাপাশি চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণও করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনটি ক্যাটাগরি চালু করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অন্ত্যোদয়ভুক্তগণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। আগে সকল অংশের জনগণকেই হাসপাতালের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষেবা নেওয়ার জন্য অর্থ দিতে হত বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, ফি বৃদ্ধি নিয়ে এখনও সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। ফলে এ-নিয়ে বিরোধী দল অহেতুক অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাঁর কথায়, সরকারের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগ সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে বিরোধী দলের আন্দোলন ও প্রচার গণতন্ত্রের পক্ষে ঠিক নয়। তিনি এ-সব অপপ্রচার সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবায় শুধুমাত্র এপিএলভুক্তদেরই ফি প্রদানের আওতায় আনা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও ১২টি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ফি হ্রাস করা হয়েছে। তাঁর কথায়, প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড হিসাবে নতুন একটি ক্যাটাগরি চালু করা হয়েছে। সেই ক্যাটাগরিতেও ১৪৮টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ১৩১টি ক্ষেত্রেই ফি কমানো হয়েছে। তাঁর দাবি, গড়ে ৩৫ শতাংশ ফি হ্রাস পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন, পূর্বতন সরকারের সময়কালে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও নিয়মকানুন বা পদ্ধতি মানা হয়নি। ফলে বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরেই বকেয়া পড়ে রয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে আগের বকেয়া হিসাবের তথ্য তুলে তিনি বলেন, এর ফলে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোট ২৮৬টি বিভিন্ন টেস্টের মধ্যে আগে ১৪৮টি টেস্টের জন্য চার্জ বলবৎ ছিল। এর মধ্যে অন্ত্যোদয়ভুক্ত পরিবারের কাছ থেকেও চার্জ নেওয়া হত। তাঁর আরও অভিযোগ, ২০১১ সালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জাতি গণনা অনুযায়ী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্ড দেওয়া নিয়েও গরিব জনগণকে বঞ্চিত করেছিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্য মাত্রায় নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। আজ মোহনপুরে স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের নবীন বিদ্যার্থীবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, এই নূতন বর্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ এবং ইংরেজীতে অনার্স বিষয় চালু হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ছাত্র জীবন ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলেজে অধ্যয়ণ ও জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজের জন্যও ভাবতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বর্তমান সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে শিক্ষকদেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সাঠিক দিশায় নিয়ে যেতে না পারলে সেই স্বপ অপূরনীয় থেকে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদিকা ড. মঞ্জু দাস, সমাজসেবী জয়লাল দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী, হরিনাখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অজয় দেব, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আজ মহাকরণের ১নং সভাগৃহে সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জনবহুল এলাকা, যেমন- শহরাঞ্চল, স্কুল জোন, বাজার ও জাতীয় সড়কে যান চলাচলের গতিতে নিয়ন্ত্রণ আনা হবে। এজন্য স্থানে স্থানে স্পিড রেডারগান স্থাপন করা হবে। পথচারীদের চলাচলের সুবিধার্থে আরও ফুটপাথ নির্মাণ করা হবে। জেব্রা ক্রসিং আরো নতুন নতুন রাস্তায় চালু করা হবে। দ্বিচক্র যানে শুধু দু'জন যাতায়াত করতে পারবেন। দু'জনকেই হেলমেট পরতে হবে। জাতীয় সড়কে চলাচলকারী গাড়িগুলিতে যাত্রীদের সিট বেল্ট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দ্বি-চক্র যান বা যানবাহন চলাচলের সময় চালকরা যাতে মোবাইল ফোন ব্যবহার না করতে পারেন সেজন্য আইন আরও কঠোর করা হবে।

যে সকল রাস্তা সংস্কার প্রয়োজন সেগুলি সংস্কার করা হবে। স্টুডেন্ট পুলিশ ক্যাডেট (এস পি সি) কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রাফিক আইন, রাস্তা পারাপার ও সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর মনোভাব নেওয়া হবে এবং ট্রাফিক পুলিশকেও আরো প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরিবহণ দপ্তর সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে গ্রাম ও শহরা'লে সচেতনতা শিবির সংগঠিত করবে।

সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক জনগণকে সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন করতে বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমকে আরও বেশী করে প্রচার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, ডি আই জি অনীশ প্রসাদ, ডি আই জি অরিন্দম নাথ, ট্রাফিক সুপার পিনাকী সামন্ত, পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার (রোড এণ্ড বিল্ডিং) দীপক চন্দ্র দাস, মুখ্য বাস্তুকার (জাতীয় সড়ক) রাজীব দেববর্মা, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড. মিলিন্দ রামটেকে, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি কমিশনার অরুণ কুমার রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কলেজে ঢুকে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার দায়ে যুবককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১১ সেপ্টেম্বর ।। কলেজ চত্বরে ঢুকে ছাত্রীদের উক্ত্যক্ত করতে গিয়ে ছাত্রদের গণধোলাইয়ে গুরুতর যখম এক বহিরাগত যুবক। অভিযুক্ত যুবকের নাম সুব্রত চক্রবর্তী। বাড়ি খোয়াই এর তাঁত চৌমুহনী এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে বুধবার খোয়াই দশরথ দেব ম্যামোরিয়াল কলেজে। ঠিক বেলা তিনটা নাগাদ কলেজ কমপ্লেকে। ঢুকে পড়ে বহিরাগত দুই যুবক।

তারা কলেজে ঢুকে ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে উক্ত্যক্ত করতে থাকে এবং দুইজনের মধ্যে একজন মোবাইলে ছাত্রীদের ছইব তুলতে শুরু করে। বিষয়টি নজরে পড়ে কলেজে ছাত্রদের। তারা দুই যুবককে আটক করতে গেলে তখন তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ছাত্ররা ওই দুই যুবকের পিছু ধাওয়া করে, এর মধ্যে একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সুব্রত চক্রবর্তী নামের যুবক ছাত্রদের হাতে ধড্র পড়ে যায়।

তখন ছাত্ররা তাকে ধরে বেশ উত্তম মধ্যম দে?। এই নিয়ে কলেজ চত্বরে বেশ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে আইজি সকাশে এসপিওরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য আরক্ষা প্রশাসনে বেশ কিছু সংখ্যক এসপিও বা স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিযুক্ত রয়েছেন। তারা পুলিশ কর্মীদের মতোই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এমনকি সন্ত্রাসি কার্যকলাপ মোকাবেলায় কাজ করে চলেছেন।

কিন্তু তাদের জন্য পর্যাপ্ত বেতনের ব্যবস্থা নেই। ওইসব এসপিও'রা বুধবার আইজি আইনশৃঙ্খলা ক্ষত্রজয় ত্রিপুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেতনভাতা বৃদ্ধির জন্য দাবি জানিয়েছেন। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যখন মাথাচারা দিয়ে উঠেছিল, তখন প্রয়োজনের তাগিদে রাজ্য সরকার বেশকিছু সংখ্যক যুবককে এসপিও জওয়ান হিসেবে নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত করেছিল। পুলিশের উর্দি পরিহিত হয়ে তারাও জন নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়।

বিভিন্ন স্থানে এসপিও জওয়ানদের দিয়ে ক্যাম্পও স্থাপন করা হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, নিরাপত্তা বিধানে ওইসব এসপিও জওয়ানরা যথেষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে জাতীয় লোক আদালত ১৪ই, ২,৩২৪টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। ফের ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জাতীয় লোক আদালত। অবশ্য সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখেই এই আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্যসচিব বিচারক এস শর্মা রায়। তিনি জানান, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে।

তাঁর কথায়, জাতীয় লোক আদালতে মোট ২ হাজার ৩২৪টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এর মধ্যে আছে মোটর যান দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণের মামলা, আপসযোগ্য বিরোধ, এনআই অ্যাক্ট, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ, ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, বৈবাহিক বিরোধ, দেওয়ানি স্বাক্ষর ইত্যাদি মামলা। এ-জন্য হাইকোর্ট-সহ রাজ্যে মোট ৪৪টি আদালত বসবে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টে লোক আদালত উপলক্ষ্যে একটি কোর্ট বসবে। সেখানে যান দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ১৯টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এছাড়া বিভিন্ন আদালতে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকার শ্লীলতাহানি গ্রেফতার পঞ্চশোর্ধ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। নাতনিসম নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানাধীন পূর্ব হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সংগঠিত ওই ঘটনায় আবারও সামাজিক অবক্ষয়কেই ফুটিয়ে তুলেছে।

ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ জানিয়েছে, হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা লক্ষ্মীতাঁতি নাথ (৫১)কে প্রতিবেশী নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার লক্ষ্মীতাঁতি নাথ তার প্রতিবেশী এক নাবালিকাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে নাবালিকাটিকে শ্লীলতাহানি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, এই ঘটনা কাউকে জানালে তাকে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, গতকাল সকালে লক্ষ্মীতাঁতির বাড়ি থেকে ঘরে ফিরেই স্কুল ড্রেস পরে বেরিয়ে যায় তাদের মেয়ে। মহরমের ছুটি থাকা সত্ত্বেও স্কুলে কেন গেল বিষয়টি প্রথমে তাদের নজরে আসেনি। অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর তারা টের পান ছুটির দিনে মেয়ে কেন স্কুলে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যায় রাস্তার এক নির্জনস্থানে অন্যমনস্ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার খুন আজ ফের আদালতে সোপর্দ অভিযুক্তদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের বুকে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধিসত্ত্ব দাস হত্যা মামলা প্রায় গুটিয়ে আনছে পুলিশ। গত ৩ আগস্ট গভীর রাতের ঘটনাটি সম্পূর্ণ মদের আসরে ঝামেলা থেকেই হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারী অফিসার। আর সেই ঘটনায় মাস্টারমাইন্ড হিসেবে সমাজদ্রোহী ওমর শোয়েব এবং ট্রাফিক ইন্সপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাসের যুক্ত থাকার তথ্য পেয়েছে পুলিশ। আদালতে অভিযুক্ত সুকান্তকে পুলিশ অফিসার হওয়ার সুবাদে বেশকিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিক স্বার্থে ছয় দফা দাবি আদায়ে শ্রম আধিকারিককে ডেপুটেশন সিট্যুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। শ্রমজীবীদের মজুরি বৃদ্ধি, বোনাস, অনুদান, টুয়েপের কাজ প্রদান সহ ৬ দফা দাবিতে সিআইটিইউ'র পক্ষ থেকে বুধবার রাজ্য শ্রম কার্যালয়ে শ্রম আধিকারিকের কাছে গণ-ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে, শ্রমজীবী অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ গণ -আন্দোলনে শামিল হবার ডাক দিয়েছে সিট্যু।

সংগঠনের উদ্যোগে, শারদোৎসবের প্রাক্কালে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে, বুধবার আগরতলা শহরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শ্রম আধিকারিকের কার্যালয়ের সামনে এসে সমবেত হয়। সেখান থেকে প্রাক্তন সাংসদ, তথা সিট্যুর রাজ্য নেতা শঙ্কর প্রসাদ দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শ্রম আধিকারিকের কার্যালয়ে, শ্রম আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশান ও ৬ দফা দাবিসনদ তুলে দেন।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত জমায়েতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিট্যু নেতা শঙ্কর প্রসাদ দত্ত বলেন, শ্রমক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেইসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শ্রম দপ্তরের কমিশনারের কাছে গণ-ডেপুটেশান প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, সেইসব সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকার বাস্তবায়িত করছে না। চা শ্রমিকদের জন্য ১৭৬ টাকা মজুরি চূড়ান্ত হয়েছিল। এটাকে কার্যকর করতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য একটি ওয়েলফেয়ার বোর্ড রয়েছে। সেখানে প্রচুর টাকা সঞ্চিত রয়েছে। সেখান থেকে শ্রমিক পরিবার গুলি সাহায্য পাচ্ছে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসবাদ এখন আন্তর্জাতিক বিপদ, মূল শিখর রয়েছে পাকিস্তানে ঃ প্রধানমন্ত্রী

মথুরা, ১১ সেপ্টেম্বর।। সন্ত্রাসবাদ এখন আন্তর্জাতিক বিপদে পরিণত হয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মূল শিখর রয়েছে পাকিস্তানে। বুধবার মথুরায় এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন উত্তরপ্রদেশের মথুরায় স্বচ্ছই সেবা অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ এখন আদর্শে পরিণত হয়েছে। যা কোনও দেশের সীমানার মধ্যে আরও আবদ্ধ নেই। এই আন্তর্জাতিক সমস্যাটি আন্তর্জাতিক বিপদে পরিণত হয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদের শিখর রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী দেশে (পাকিস্তান)। সেখানে সন্ত্রাসবাদ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

আমেরিকার ৯/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, এক শতাব্দী আগে এইদিনে চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। গোটা বিশ্ব ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতা সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবসত ওই একই দিনে অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর বড় ধরণের সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল আমেরিকায়। যার গোটা বিশ্বকে কাপিয়ে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারত সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। আর ভবিষ্যতেও তা বজায় থাকবে।

নাম না করে পাকিস্তানকে তীব্র কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদীদের যারা আশ্রয় দিয়ে মদত দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হওয়া উচিত গোটা বিশ্বের। ভারত একাই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সক্ষম। এর প্রমাণ আগেও ভারত রেখেছে আর ভবিষ্যতেও রাখবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার মথুরায় গরু পূজার পাশাপাশি জাতীয় প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করেছেন। মথুরার পশু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পশু স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধন ও ১৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আজ পুরো বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তবে আমাদের এখানে পরিবেশ ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণাস্রোত হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, কিছু লোক রয়েছে যারা গরু শব্দবন্ধটি শুনলে তাদের চুল খাড়া হয়ে যায়। তারা মনে করেন দেশটি ষোড়শ শতাব্দীতে চলে গিয়েছে। পশুপালন ছাড়া গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা নিয়ে কি কথা বলা যেতে পারে? তিনি বলেন, প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পশুসম্পদ বরাবরই ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার মূল রয়েছে। কৃষিক্ষেত্র ও পশুপালনকে উৎসাহিত করে নতুন ভারত গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দুধ, দই এবং মাখন ছাড়া বাল গোপালের কল্পনাও করা যায় না। প্রাণী সংরক্ষণ ও প্রচারের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশজুড়ে বছরে দু'বার গরু, মহিষ, ছাগল ও শূকরকে টিকা দেওয়া হবে। ভ্যাকসিনেটেড প্রাণীগুলিকে একটি আইডি দিয়ে ট্যাগ করা হবে। পশুদের স্বাস্থ্য কার্ডও দেওয়া হবে। এই টিকাকরণ কর্মসূচির অন্তগর্ত বছরে ৫১ কোটি গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এবং শূকরকে টিকা দেওয়া হবে। যে সমস্ত প্রাণী ভ্যাকসিনটি সম্পন্ন হবে তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩৩০ ▫১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২৫ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রত্যাশাই সাফল্যের চাবিকাঠি

যে কোনও কাজের পিছনেই সাফল্যের প্রত্যাশা থাকিবে। প্রত্যাশা না থাকিলে সাফল্য অর্থহীন হইয়া পড়িবে। চাহিদাও একই অর্থ বহন করিয়া থাকে। সম্প্রতি ভারতবর্ষ নিজেদের গর্বিত করিবার জন্য চন্দ্রায়াণ-২ চাঁদে অবতরণ করিবার যে প্রয়াস নিয়াছে তা গোটা বিশ্বের কাছেই প্রশংসার যোগ্য। এক্ষেত্রে তীরে আসিয়া তরী ডুবিয়াছে এমনটা বলা যাইবে না। বরং বলা ভালো তীরে আসিতে পারিলেও তরী ভেড়ানো সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণার বা বাস্তব প্রয়োগে একবারেই সাফল্য আসিবে এমনটা ভাবা অবাস্তব। মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস এটাই শিক্ষা দেয় বার বার চেষ্টায় ভুল সংশোধন করে মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছায়। সুতরাং চন্দ্রযান বিক্রম প্রত্যাশিতভাবে 'পালকের মতো' চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে সক্ষম হয়নি বলিয়া ইসরোর বিজ্ঞানীদের হতাশ হইবার কারণ নাই। এই ব্যর্থতা অস্বাভাবিক বা অমার্জনীয় নয়। যে কারণে এবার সাফল্য আসেনি সেটা শুধরাইয়া নিয়া পরবর্তী অভিযান হলে নিঃসন্দেহে সাফল্য আসিবে। এটাই তো বিজ্ঞান। চোখের জল ফেলে ব্যর্থতার গ্লানি বইয়ে বেড়ানো বিজ্ঞানসূলভ মানসিকতা নয়। বিজ্ঞানে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। বিজ্ঞানের পথে প্রতিটি পদক্ষেপেই কিছু না কিছু সাফল্য থাকে। সেই সাফল্যের ওপর দাঁড়িয়েই চলে পরবর্তী পদক্ষেপ। আবেগ তাড়না প্রাধান্য পাইলে প্রকৃত বিজ্ঞান পিছাইয়া যায়। অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার বিজ্ঞানের ওপর ছায়া ফেললে তখন বিজ্ঞানের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে শিথিল হইবার শঙ্কা থাকে।

মহাকাশ গবেষণায় ইসরোর ভূমিকা ও অগ্রগতি গর্ব করিবার মতো। প্রতিষ্ঠার পর হইতে বহু ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও ছিল সন্দেহ নাই। তার মানে এই নয় হতাশায় ভেঙে পড়িতে হইবে। বিজ্ঞানে কোনও হতাশায় জায়গা নাই। হতাশা আসে অবৈজ্ঞানিক চেতনা থেকে। চাঁদে বিক্রমকে পালকের মতো নামাইতেই হইবে যেকোনোভাবে এটাই যদি হয় একমাত্র লক্ষ্য তাহা হইলে তাহাকে বিজ্ঞান চেতনা বলা যাইবে না। এমন একগয়েমি লক্ষ্য বিজ্ঞান নির্ধারণ করে না। বিজ্ঞানীরা মনের আনন্দ গবেষণার কাজে রত থাকেন। একটা সময়সীমা নিশ্চয় ঠিক করা যাইতে পারে, তবে সেই সীমার মধ্যে সাফল্য পাইতেই হইবে, না পাইলে ব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে এমনটা বলা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণার প্রার্থিত সাফল্যকে যদি রাজনৈতিক সাফল্যের সঙ্গে মিলাইয়া দেবার অশুভ চেষ্টা হয় তবে সেটা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক। তাহাতে বিজ্ঞানের ব্যর্থতার সম্ভাবনা বাড়ে। চন্দ্রযান-২'র উৎক্ষেপণ ও অবতরণ পরিকল্পনায় এমন সময়বিধির চাপ ছিল বলে বিকল্প ভাষ্য পাওয়া যাইতেছে। সন্দেহ করা হইতেছে দ্বিতীয় মোদি সরকারের প্রথম ১০০ দিনের সাফল্য উদ্‌যাপনের সঙ্গে বিক্রমের অবতরণকে যুক্ত করা হইয়াছিল। যদি এটা সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে অস্বাভাবিকতাই বলিতে হইবে। সরকারের সাফল্যের ঢাক পিটাইতে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান সাধনাকে ব্যবহার করা নিতান্তই অনৈতিক কাজ। তাহাতে বিজ্ঞানীদের উপর চাপ বাড়িবে। স্বাভাবিক ছন্দে অগ্রগতির কাজ এগতে পারিবে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতির কাজে ফাঁক থাকিবার আশঙ্কা থাকে। পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নীরিক্ষায় ঘাটতি হইতে পারে। উৎক্ষেপণের সময় বিঘ্ন ঘটায় কয়েকদিন পিছিয়ে দিতে হয়। ফলে সরকারের ১০০ দিনের দোরগোড়ায় এসে যায় অবতরণের সময়। চাপ বাড়াটা অস্বাভাবিক নয়। তেমনি ধর্মান্ধ হিন্দুত্ববাদী সরকারের প্রভাবে বিজ্ঞানীরা নিজেদের দক্ষতার ওপর আস্থা হাবাইয়ে সাফল্য অর্জনের জন্য দেবতার মন্দিরে পূজো দিতে হইয়াছিল কিনা স্পষ্ট নয়। অভিযান চালাইবে ইসরোর বিজ্ঞানীরা। আর সাফল্যের ঢাক পেটাইবে সরকার। এর থেকে দৃষ্টিকটু আর কিছু হইতে পারে না। ঢাক পেটাইবার দায়িত্ব পালন করিতে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মধ্যরাতে হাজির ছিলেন ইসরোর কন্ট্রোল রুমে। পালকের মতো অবতরণ হইলেই তিনি গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করিবেন এটা তাঁহারই সাফল্য। বিজ্ঞানীরা তো নিমিত্ত মাত্র। গবেষণা বিজ্ঞানীদের কাজ। ওটা তাঁদের পেশা। তার জন্য তাঁহারা বেতন পান। সরকার বেতন দেয়। গবেষণার ব্যয় বহন করে। অতএব সরকার তথা সরকারের প্রধানই সব। এই বার্তা দিতেই প্রধানমন্ত্রী হাজির হন কন্ট্রোল রুমে। লক্ষ্যণীয় তিনি সাফল্যের জন্যই সেখানে গিয়াছিলেন। তাই যেই মুহুর্তে জানা গেল বিক্রম নিখোঁজ তিনি আর সময় নষ্ট করেননি। কন্ট্রোল রুম ছাড়িয়া চলিয়া যান। মনে রাখিতে হইবে মহাকাশে মানুষ পাঠাইবার যে পরিকল্পনা তাহার পেছনেও রাজনৈতিক ঢাক পিটাইবার বাসনা রহিয়াছে। ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে এই সাফল্য দেখাইতে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হইয়াছে। চাঁদে অবতরণের পরবর্তী যে পরিকল্পনার আভাস মিলিয়াছে সেইটাও একই রাজনৈতিক স্বার্থকে সামনে রাখিয়া। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতেই পারে চন্দ্রায়াণ পুরোপুরি ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। এই সামান্য ব্যর্থতা হইতে আশার বুক গাঢ় হইয়াছে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতির খুব কাছেই পৌঁছিয়ে গিয়েছে কাশ্মীর : ডিজিপি

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। স্বাভাবিক পরিস্থিতির অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছে উপত্যকা। বুধবার এমনই জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি দিলবাগ সিং।

এদিন শ্রীনগরে সাংবাদিক সম্মেলনে দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতির খুব কাছাকাছি পৌঁছিয়ে গিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। গোটা অঞ্চলকে ধরলে জম্মুর ১০টি জেলাই পুরোপুরি স্বাভাবিক। স্কুল, কলেজ এবং অফিসগুলি খোলা রয়েছে। লেহ এবং কার্গিল স্বাভাবিক। কোনও রকমের নিষেধাজ্ঞা সেখানে নেই। ৯০ শতাংশের বেশি জায়গায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ১০০ শতাংশ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্বাভাবিক কাজ করছে। রাজ্যের দুইটি জেলায় মোবাইল ফোন পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

সোপোরে এনকাউন্টার প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, 'সোপোরে বহু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছিল লস্কর জঙ্গি আসিফঊ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় ছিল আসিফঊ ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কাদের দ্বারা পোস্টার ছাপিয়ে সাধারণ নাগরিকদের হুমকি দেওয়ার কাজ করেছিল আসিফঊ' ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, 'বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে, বুধবার সকালে নাকা তল্লাশি চালানো হয়ঊ পালিয়ে যাওয়ার সময় আসিফকে থামতে বলা হয়েছিল, কিন্তু থামা তো দূরের কথা সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে সে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে।

কাশ্মীর নিয়ে বিশ্বকে বার্তা দিতে এবার "মহামিছিল"-র ডাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের

ইসলামাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কাশ্মীর নিয়ে বিশ্বকে বার্তা দিতে এবার "মহামিছিল" করবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বুধবার টুইটে তিনি একথা ঘোষণা করেছেন। টুইটে ইমরান লিখেছেন, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদের বিরাট মিছিল করবেন তিনি। আন্তর্জাতিক বিশ্বকে বার্তা দিতে এবং ভারতের কাশ্মীরের মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি এই মিছিলের ডাক দিচ্ছেন বলে জানিয়ছেন পাক প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলর বৈঠকে পাকিস্তানকে একহাত নিয়েছে দিল্লি। প্রতিবেশী দেশ বিকল্প কূটনীতি হিসেবে সীমান্ত পারে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করে দিল্লি। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত যে একেবারেই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এ বিষয়ে কারও হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করাহবে না, তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবিতে রাষ্ট্রপুঞ্জে সোচ্চার হয়েছিল পাকিস্তান। তার জবাবে বিদেশমন্ত্রকের সচিব (পূর্ব) বিজয় ঠাকুর বলেন, এই অভিযোগ মিথ্যে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উপকেন্দ্র যে দেশ তারা এই অভিযোগ করছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

বিজেপিকে মোকাবিলায় সোনিয়া কতটা সমর্থ হবে?

অপূর্ব দাস

অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস কি ফের উটে দাঁড়াতে সক্রিয় হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে নেত্রী সোনিয়ার সক্ষমতার দিকে তাকানো যেতে পারে। রাজনৈতিক মহলে তিনি কম কথার মানুষ বলেই পরিচিত। বিদেশিনি বলে এখন তাঁকে আর কেউ কটাক্ষ না করলেও হিন্দিতে এখনও তিনি স্বচ্ছন্ন নন। এখনও হিন্দিতে ভাষণ দিতে হলে রোমান হরফে লেখা কাগজ দেখতে হয়। তাই জনসমক্ষে সুবক্তা হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু এই বাকস্বল্পতাই তাঁর প্রধান অস্ত্র। কৌশলগত দিক থেকে তাঁর মুন্সিয়ানার প্রথম স্বাক্ষর রাখেন নব্বইয়ের দশকে। ১৯৯৭-এ তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ১৯৯৮-এর মার্চে ৮২ বছরের সীতারাম কেশরীকে দিল্লিতে দলের সদর কার্যালয়ের একটি ঘরে আটকে রেখে কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়ে। নিজের মুঠোয় নেন সব ক্ষমতায়। তখন কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেও মাত্র চারটি রাজ্যের শাসনভার হাতে ছিল। তখনও দলীয় সংগঠন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। প্রবীণ নেতারা একে একে দল ছেড়ে যাচ্ছিলেন। এখনও সেই অবস্থা প্রকট হয়েছে। কারণ রাহুল গান্ধির ব্যর্থ নেতৃত্বও লোকসভা ভোটে শোচনীয়ভাবে ৫২টি আসনে সীমাবদ্ধ থাকায় আশাহত নেতা থেকে কর্মীরা। টানা দশ বছর ক্ষমতার অলিন্দে থাকবে না বুঝে বিজেপির দিকে অনেকেই ঝুঁকেছেন। রাহুল সভাপতি থাকাকালীন প্রবীণ ও তরুণ নেতাদের মেধ্যে বনিবনা স্থাপনে ব্যর্থ হন। তিনি তরুণদের প্রাধান্য দিতে চাইলেও সফল হননি। মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কর্ণাটকের কোন্দলে লাগাম টানতে পারেননি। সোনিয়া ১৯৯৮-এর মতো ২০০৩-এ দলের রাশ ধরে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে টেনে তোলেন। বিপক্ষ দলগুলিকে কাছে টেনে এনে সময়োপযোগী ইউপিএ জোট গড়ে টানা ১০ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকার কৃতিত্বের অধিকারী সোনিয়াই। সেই কারণে সরকারের মুখ মনমোহন সিং হলেও নেপথ্যে কলকাঠি নাড়তেন তিনিই। রাহুলকে মাজাঘষা করে দলের ব্যাটন তুলে দেওয়ার মূল্যে তিনি। রাহুল ডাহা ফের করতে প্রিয়াঙ্কাকে দলের মধ্যে পাকাপাকি টেনে আনা, এমনকী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের পিছনেও মা সোনিয়ার হাত দেখতে পেয়েছেন অনেক। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে মোদির আক্রমণেণ ধাক্কা বিশেষত দুর্নীতি ও আর্থিক কেলেঙ্কারির একাধিক মামলা সামাল দিতে হলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার প্রয়োজন রয়েছে। এবারেরও তাঁকেই আঁকড়ে ধরে মাজা সোজা করে দাঁড়ানোর তৎপরতা চলছে। পুরোদমে। রাহুল সভাপতি পদ ছাড়লেও বহু ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। মহারাষ্ট্রে, হরিয়ানা ও ঝাড়খণ্ডে এ বছরের শেষে ভোট। কংগ্রেস সংগঠনকে চাঙা করতে এখনই ঝাঁপানো দরকার। লোকসভা নির্বাচনে এই তিন রাজ্যে প্রায় ডাহা ফেল করেছে। হরিয়ানায় খাতাই খুলতে পারেনি। মহারাষ্ট্রে এনসিপির সঙ্গে জোট বেঁধে পেয়েছে একটি। এনসিপি পেয়েছে চারটি। ঝাড়খণ্ডে একটি। এই অবস্থায় রাহুল গান্ধি গত শনিবার শরদ পাওয়ারের দিল্লির বাড়িতে গিয়ে শলাপরামর্শ করেন। মহারাষ্ট্রে খরা নিয়ে আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। হরিয়ানা ভূপিন্দর সিং হুডা রাজ্যের দলের মাধা ও বিধানসভায় দলনেতা হওয়ার দাবি তুলে হুমকির রাস্তা নেওয়ায় তাঁকে দিল্লিতে ডেকে এনে সোনিা প্রবীণ নেতাকে বিধায়ক দলের নেতার পদ দিয়ে ঠাণ্ডা করেছেন। রাজ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে ভূমিপন্দরের প্রতিপক্ষ অশোক তনওয়ারকে সরিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব দিয়েছেন কুমারী শৈলজাকে।

দিল্লির ক্ষমতার দখলের লক্ষ্যে উত্তরপ্রদেশ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধি পরিবারের প্রতি একটা বিশেষ নরম মনোভাব রয়েছে রাজ্যের মানুষের। লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশের পূর্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাকে। পশ্চিমের দায়িত্ব পান জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ভোটে দুজনেই ধেড়িয়েছেন। ৮০ আসনের মধ্যে সভানেত্রী শুধু জয়ী হন। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসের বিশাল কমিটি। ভেঙে দিয়ে এক-দশমাংস করা হচ্ছে। পছন্দ করা হচ্ছে যুবাদের। ৪০ বছরের বেশি কাউকে কমিটিতে রাখা হবে না। প্রিয়াঙ্কা এখন দলের পুরো রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছেন। খাটছেন, জাতীয় ইস্যুতে কেন্দ্রে সমালোচনা করছেন। উত্তরপ্রদেশে দলের জমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা কমিটিতে অন্তত একজন করে মহিলা এবং এক বছরের মধ্যে ১ কোটি নতুন সদস্য সংগ্রেহ করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

মোদি ও অমিত শাহের স্ট্র্যাটেজির মোকাবিলা করতে দলীয় কর্মীদের বাছাই করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোনিয়া এই দায়িত্ব দিয়েছেন রাহুলের ঘনিষ্ঠ সচিন রাওকে। দলের ডেটা অ্যানালোটিক্সের প্রধান প্রবীণ চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অপদার্থতার কারণে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভোটের আগে মানুষ পছন্দ না করলেও রাফায়েল ইস্যু নিয়ে বারাবার আঘাত করার জন্য রাহুলকে ভুল পরামর্শ দেন তিনি। দলের সদস্যপদ নিয়ে ভুল তথ্য ও ভোটে কংগ্রেসের বিপুল জয় সম্পর্কে ফুলিয়ে রিপোর্ট দেন তিনি।

মোদির সব কাজেরই সমালোচনা করে তাঁকে দানব বানানোর কংগ্রেসি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরব হন দলের প্রবীণ নেতা জয়রাম রমেশ। তাঁকে সমর্থন দেন শশী থারুর। তাঁরা জানান, মোদির ভাল কাজেরও প্রশংসা করা উচিত। তাঁদের বিরোধিতা করে আনন্দ শর্মা বলেন, বিরোধী দল সরকারের সমালোচা না করলে গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে। এই বিতর্কে জল ঢেলে দেন সোনিয়া। কিন্তু তিনি কি কঠোর কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন? যেভাবে বিভিন্ন রাজ্যে শীর্ষ নেতাদের মধ্যে সাংগঠিনিক (শাসন ক্ষমতায় গোনাগুনতি রাজ্য পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়) ক্ষমতা দখল নিয়ে অন্তর্কলহ চলছে। তাকে সামাল দেওয়া অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এবার প্রতিপক্ষ বেজায় শক্তিশালী।

মোদি শাহ জুটি বিপুল জনাদেশ পেয়ে দিল্লি দখল করলেও আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে বসে থাকেননি। তাঁর দলীয় সংগঠনকে আরও মজবুত করতে মাঠে নেমেছেন। আসন্ন বিধানসভার ভোটের দিকে তাকিয়ে সদস্য সংখ্যা বাড়ানো, জেলায় ও গ্রামাঞ্চলে সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন পেশাদারী ভঙ্গিতে। বিশ্বের বৃহত্তম দল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০ কোটি সদস্য করার লক্ষ্যপূরণে বেশি দেরি নেই।

আরও একটা দিক থেকে বিজেপি প্রতিপক্ষকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। কংগ্রেস দল হিসাবেও প্রাচীন, দলের অধিকাংশ শীর্ষ স্তরের নেতারাও বয়সের ভাবে ন্যূব্জ। রাহুল কনিষ্ঠতম, বয়স ৪৯। সর্বজ্যে,ঠ মতিলাল ভোরার বয়স ৯৩ মনমোহন সিং ৮৬, এ কে অ্যান্টনি ৭৯, সোনিয়া ৭২। অন্যদিকে বিজেপিতে ৭৫ হলেই অবসর। গড় বয়স ৬৫। দু'দলের কর্মদক্ষতার বিচারে এখানেই পার্থক্য গড়ে ওঠে। সেই কারণে জময়রাম রমেশ বছর চারেক আগেই বলেছিলেন, কংগ্রেস নেতাদের অবসর নেওয়া উচিত ৭০-এ।

আরও একটা লক্ষ্যণীয় দিক হল, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, পূর্ব থেকে পশ্চিম সব রাজ্যে বিজেপির গতিমুখ ঠিক করেন মোদি ও অমিত কেউ ট্যা ফোঁ করতে পারে না। কংগ্রেসের সেখানে সবাই রাজা। অনুশাসনের ক্ষেত্রে ঢিলেঢালা, মুখের লাগাম নেই। অবশ্য এটাকেই অনেক নেতা গণতন্ত্র বলে বড়াই করেন। কিন্তু দলীয় নিয়মবিধি মেনে না চললে দলের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেয়। কোনও সংসার ঠিকঠাক চালাতে হলে ন্যূনতম বিধিনিষেধ শৃঙ্খল থাকা জরুরি।

কংগ্রেসের নির্দিষ্ট নীতির অভাব রয়েছে। এই যেমন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল নিয়ে দলের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। রাহুল ঘনিষ্ঠ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, মিলিন্দ দেওয়া সহ অনেকেই পক্ষে সায় দেন। এতে দল বিড়ম্বানায় পড়ে। ক্ষমতা ও দলের দায়িত্ব নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে। অশোক গেহলট ও অশোক পাইলটের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও দিগ্বিজয় সিংয়ের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে দিল্লি ডেকে এনে কিছুটা সমঝে দিয়েছেন সোনিয়া। রাজানৈতিক মহলের খবর সিন্ধিয়া খুশি হননি। ক্ষমতা ছাড়া তিনি থাকবেন কী করে? তিনি প্রদেশ নেতৃত্বে থাকতে চান। ইচ্ছাপূরণ না হওয়ায় নতুন আঞ্চলিক পার্টি গড়তেও পারেন। বিজেপিতে গেলেও লাভ হবে না, কারণ শিবরাজ সিং চৌহান রাজ্যে এখনও দলের প্রাণভোমরা। তবে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ নতুন ঘটনা নয়। জন্মলগ্ন থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে ঢাকগুড় গুড় নেই। রেজিমেন্টেড পার্টি বিজেপির সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে এখানেই। তাই মুরলীমনোহর যোশীর মতো নেতাকে বলতে শোনা যায়, মোদির চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো নেতা চাই বিজেপিতে। অন্যদিকে কংগ্রেসে আকচাআকচি লেগেই থাকে নেতাদের মধ্যে।বুক পুলিয়ে বড়াই করা হয়, এটাই হল গণতন্ত্র এবং এরই নাম কংগ্রেস। এসব দুর্বল দিকের কথা জেনেবুঝেই সোনিয়াকে অনেক কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে আগামী দিনে। তা না হলে কংগ্রেসের ছন্নছাড়া দশা কাটবে না। অন্তর্বর্তী মাথা হয়ে দীর্ঘদিন এই গুরুভার দায়িত্ব পালন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। রাহুলের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি চাইলেও তাঁর শরীরেও জুত নেই বেশি ধকল নেওয়ার পক্ষে। রাহুল অনড় থাকায় বাধ্য হয়ে কার্যত বানপ্রস্থ থেকে ফিরে দলের সিংহাসন আলো করে রাখছেন 'লাডলা'র জন্য, যদি তার কোনওদিন ফের বসার ইচ্ছে জাগে। তবে সোনিয়ার হাতে জাদুদণ্ড নেই যে রাতারাতি সব ফুসমন্তরে ঠিক করে দেবেন। এটা ঠিক যেভাবে দলের অন্দরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছিল তিনি হাল ধরার পর কিছুটা কমেছে। কথায় বলে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। সোনিয়া অনেক ট্যাকটিক্যাল। অন্তত রাহুলের মতো দুমদাম সিদ্ধান্ত নেন না। যা করেন ধীরেসুস্থে, ভেবেচিন্তে। তাঁর হাতযশে কংগ্রেস ফের সংগঠিত হয় কিনা সেদিকে তাকিয়ে অনেকেই এক বুক আশা নিয়ে বসে আছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ট্রাফিক কাহিনী ঃ বর্বরস্য ধনক্ষয়

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

বর্বর ব্যক্তিদের বিনা রক্তক্ষরণে জব্দ করার একটা মোক্ষম উপায় আছে। সেটি হল, তাদের টাকাকড়ি নষ্ট করে দেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকার তার একটি ব্যবস্থা করেছে। ব্যবস্থাটি হল, জ্বালানি শক্তিকে চালিত যে সব যানবাহন পথ নিরাপত্তা আই গ্রাহ্য করে না, তাদের শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। তার মদ্যে লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা, জেলে ঢোকানো তো আছেই, সেই সহেগ নগদ জরিমানার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন, মস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাবার সময়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে দশ হাজার টাকা জরিমানা আথবা ছয় মাস কারাবাস অথবা একসঙ্গে দুই শাস্তি। আগে এই বাবদ জরিমানা হত মাত্র দু'হাজার টাকা। সিট বেল্টহী অথবা দু'চাকার গাড়ির চালক এবং একজন যাত্রীর পক্ষে হেলমেটহীন অবস্থায় গাড়ি চালানো অপরাধ। এই অপরাধের সাজা ছিল একশো টাকা জরিমানা। এখত তা এক হাজার টাকা করা হয়ছে।

মোটরযান। (সংশোধন) আইনে এই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নয়া শান্তি চালু হয়েছে। কোনও রাজ্যের পক্ষে আইনটি চালু করা বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক।

এই আইন মান্য করা কঠিন নয়। আইনে প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তা অনায়াসে মান্য করা যায়। যারা তা করে না তারা বর্বর-ক্রিমিনাল। তাদের কিছু বাড়তি ধনক্ষয়ের ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় সরকার উচিত কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, এই কাজ আরও আগে করা দরকার ছিল। কিন্তু প্রবাদ আছে, একেবারে না করার থেকে দেরিতে কারও ভাল। এই ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যাক।

এর ফলে রাজ্যগুলির ভাণ্ডারে কিছু বাড়তি অর্থ আসবে। তাছাড়া, হেলমেটহীন অবস্থায় দু'চাকা চালিয়ে হাজার টাকা দণ্ড দিতে হলে এইসব বর্বর একই অপরাধ দু'বার করার আগে অন্তত একবার ভাববে। সেই সঙ্গে এই অতি সাধারণ আইনটি আগ্রহ্য করার ব্যাধি নিরাময় হতেও পারে। সচেতন হোন, সচেতন হোন বলে সস্তা নাটক করে তো একাজ হচ্ছে না। সুতরাং দাওয়াইযের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সেটাই করেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি খোশবরে মনে বড় আমোদ হয়েছে। হরিয়ানার অন্তর্গত গুরুগাঁও থেকে খরবটি এসেছে। সেটি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দরকার।

খবরটি হল, সেখানকার পুলিশ একদিনে দুজন স্কুটার চালকের উপর ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেছে। তাদের কার্য্য কাছে লাইসেন্স, বিমান নথি এবং অন্যান্য বৈধ কাগজপত্র ছিল না। হেলমেট তো ছিলই না। উপরন্ত একজনের সহযাত্রীর মাথাও ছিল হেলমেটহীন। সব অপরাধগুলি মিলিয়ে একজনের ২৩ হাজারটাকা ও অন্যজনের ২৪ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য হয়েছে। দু'জনের স্কুটার দুটি আইন মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে একজন আইনভঙ্গকারী চালক যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাতে কিছুটা নতুনত্ব আছে। তিনি চালান হাতে পেয়ে কর্তব্যরত পুলিশকে বলেছেন, তাঁর স্কুটারটি পুরনো। অনেকদিন র‍্যবহার হয়েছে। এর বাজারদর বড় জোর ১৫ হাজার টাকা। জরিমানার পরিমাণ তার থেকে ঢের বেশি। সুতরাং জরিমানা টাকা গুড়ে জমা দিয়ে তিনি স্কুটারটি ছাড়াবেন না। এই ক্ষেত্রে বর্বরের ধনক্ষয় হল না বটে, তবে বাহনটি তাহছাড়া হল। এর দায়ভার তার। তিনি আইন মান্য করে পথে বেরোলে তার এই ক্ষতি হত না। এক টাকাও জরিমানা দিতে হতো না। বরং মাথা উঁচু করে স্কুটারবাহিত হয়ে কাজেকর্মে যাতায়াত করতে পারতেন। আইন মান্যকারী সকল সভ্য মানুষের এটাই কাম্য হওয়া উচিত।

৭ সেপ্টেম্বর এই নিবন্ধটি লেখার সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ বিভাগ সংশোধিত আইনটি চালু করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। গত ২৮ আগস্ট কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্রক এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছে। রাজ্য পরিবহণ বিভাগ বিজ্ঞপ্তি জারি না করা পর্যন্ত পুলিশ জরিমানা এবং অন্যান্য দণ্ড চালু করতে পারছে না। তাই বলে কলকাতা পুলিশে ট্রাফিক বিভাগ গাত গুটিয়ে বসে নেই। তারা সাধ্যের এবং পরিকাঠামোর সদ্ব্যবহার করে পথ নিরাপত্তা আইনভঙ্গকারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে জোরদার অভিযান চালাচ্ছে।

হালে লক্ষ্য করছি, কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ একটি নতুন কর্মসূচি নিয়েছে। সেটি হল, নিষিদ্ধ এলাকাতেও হর্ন বাজিয়ে আইনকে চ্যালেঞ্জ করা বন্ধ করা। এই কাজ অবাঞ্ছিত এবং বেআইনি। তা আজ নয়, অনেক আগে থেকেই অমান্য। কিন্তু শাসনের অভাবে তা মান্য করার থেকে অমান্য করাই বেশি হচ্ছিল। আর নয়, এবার এই অসভ্যতা এবং ঔদ্ধত্যের মোকাবিলা করা হচ্ছে।

গত মাসের শেষ সপ্তাহের প্রথম চারদিনে এই অভিযানে ৩১৫০ জনকে জরিমানা করা হয়েছে। মাথাপিছু জরিমানার পরিমাণ অবশ্য এতই সামান্য যে এই শাস্তিতে ওই ব্যক্তিদের শায়েস্তা করা বেশ শক্ত কাজ। জরিমানার পরিমাণ ১০০ টাকা। যে সব বর্বর লাখ লাখ টাকা দামের মোটর গাড়িণ সওয়ার হয়ে এই অপকর্ম করার সাহস পায়, ১০০ টাকা তাদের হাতের ময়লা হওয়াই স্বাভাবিক। এই পরিমাণটা অন্তত পক্ষে ১০ গুণ বেশি হলে ওদের কানে জল ঢোকানো যাবে বলে আশা করা যায়।

কলকাতা হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ৭০০ জায়গায় অকারণে হর্ন বাজানো অপরাধ। এর একটি কারণ, এক সঙ্গে অনেকগুলি গাড়ি হর্ন বাজাতে থাকলে চিকিৎসক ও রোগী শিক্ষক ও ছাত্রদের অসুবিধা হয়। তা করা এবং করতে দেওয়া উচিত নয়। তবুও অনেক এই অপরাধ করে থাকে। কারণ চলার পথে দেরি হওয়া তাদের সহ্য হয় না। ফলে তারা সামনের গাড়ি টপকে আগে যেতে চায়। সেই জন্য ঘন ঘন হর্ন বাদ্য।

অন্য একটি কারণেও হর্ন বাজিয়ে খেলা করা বিপজ্জনক ব্যাপার। সেটি হল, এর ফলে শব্দদূষণ ঘটে। শব্দদূষণ মানুষের শরীর, মন ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

যে কোনও ইএনটি চিকিৎসক বলে দেবেন হর্ন বাজিয়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা একটি প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয় কাজ। তারা আরও বলবেন, হর্ন যতটা শব্দদূষণ ঘটায় তার থেকে অনেক বেশি শব্দদূষণ ঘটিয়ে থাকে ডিজেদ নামক এক শব্দদৈত্য। প্রকাশ্যে ডিজে বাজানো দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপর হল, ডিজে দৈত্যকে বন্ধ করার জন্য কোনও উদ্যোগ নেই। কেন নেই তা জানতে চাইলে পুলিশের একটা বাঁধা গৎ আছে, অভিযোগ পেলে তারা ব্যবস্থা নেবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

খালেদার মতো ১২টা পর্যন্ত ঘুমালে কি খুশি হতেন: রুমিনকে শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১১।। বিএনপির সাংসদ রুমিন ফারহানার এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা হিসেবে জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে দিনরাত পরিশ্রম করছেন তিনি, সব প্রতিষ্ঠানকে আরও সক্রিয় করতেই তার এই প্রচেষ্টা।এভাবে কাজ না করে তার নেত্রী খালেদা জিয়ার মতো 'বেলা ১২টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালেই' তিনি খুশি হতেন কি না সেই প্রশ্নও করেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী।

বুধবার জাতীয় সংসদে রুমিন তার প্রশ্নে দেশে 'বর্তমানে মানুষ হত্যা হতে মশা মারা পর্যন্ত সকলেত্রে ই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রয়োজন হয়' দাবি করে এটাকে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়া, অকার্যকর হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে বলে অভিযোগ করেন।প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা একটি কার্যকর রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত' উল্লেখ করে রুমিন প্রশ্ন করেন,এই অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলো কি রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার চিত্র বহন করে না?জবাবে প্রধানমন্ত্রী বিএনপির এই সংসদ সদস্যদের প্রশ্নকে 'অনাকাঙি, অসংসদীয় ও অবান্তর' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, ওই সংসদ সদস্য 'মানুষ হত্যা' আর মশা মারাকে একই সমতলে নিয়ে এসেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাজ মন্ত্রীদের কাজের তদারক করা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,জনগণ আমাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য। আরাম-আয়েসের জন্য প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে জনগণের প্রতি আমার দায়বদ্ধতার একটি আলাদা জায়গা রয়েছে। সেটাই আমি প্রতিপালন করার চেষ্টা করি। সেইজন্যই দিনরাত পরিশ্রম করি। কোনো প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করার জন্য নয়, সব প্রতিষ্ঠানকে আরও সক্রিয় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রাখি।

তা না করে সংসদ সদস্যের (রুমিন ফারহানা) নেত্রী খালেদা জিয়ার মতো দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালেই কি প্রশ্নকারী খুশি হতেন?বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং তার ছেলে তারেক রহমানের কর্মকাণ্ডে 'অকার্যকর রাষ্ট্রের উদাহরণ' তৈরি হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।বক্তব্যের পে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসত রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন ব্যক্তির কাছ থেকে। প্রধানমন্ত্রী ঘুমিয়ে থাকতেন, সিদ্ধান্ত নিতেন তার পুত্র হাওয়া ভবন থেকে। মন্ত্রী-সচিবেরা হাওয়া ভবন থেকে নির্দেশের অপোয় প্রহর গুণতেন।

অপরদিকে তার সরকার আমলে দেশে বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন,আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বসেরার জায়গা করে নিয়েছে। এসব আপনাআপনি হয়নি। সকলের পরিশ্রম রয়েছে। প্রতিষ্ঠান অকার্যকর থাকলে এসব অর্জন সম্ভব হত না। রাষ্ট্রযন্ত্র কাজ করছে বলেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করলে এদেশে বিএনপির অস্তিত্ব থাকত না বলেও মন্তব্য করেন দলটির সভানেত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেন,আওয়ামী লীগ মানুষ হত্যার রাজনীতি করে না। প্রতিহিংসার রাজনীতিতেও বিশ্বাসী নয়। আমরা যদি তাই বিশ্বাস করতাম তাহলে এদেশে বিএনপির অস্তিত্ব থাকত না।

কারণ বিএনপির দ্বারা আমরা যে পরিমাণ হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হয়েছি তা আর কেউ হয়নি।বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের 'সম্পৃক্ততার' অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন,বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মেজর জিয়াউর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ আমার মা, তিন ভাই এবং অন্তঃসত্ত্বা ভাইয়ের স্ত্রীসহ আমার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের রক্তে রঞ্জিত হয়ে খুনিদের সহায়তায় মতায় বসেছিলেন। জিয়াউর রহমান এ দেশে হত্যা, ক্যু, অপরাজনীতি শুরু করে। ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাটের সংস্কৃতি চালু করে। একটা পুরো প্রজন্মকে নষ্ট করে দেয় জিয়াউর রহমান। এ কারণে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যের মুখে মানুষ মারার বিষয়টি অবলীলায় চলে আসে।

সংসদ নেতা বলেন,জিয়াউর রহমানের চেয়েও তার স্ত্রী খালেদা জিয়া এক কাঠি সরেস- সে প্রমাণ তিনি রেখেছেন। এদেশে জঙ্গি সৃষ্টি, অগ্নি সন্ত্রাস, বোমা হামলা, মানি লন্ডারিং, এতিমের টাকা আত্মসাৎসহ হেন অপকর্ম নেই যে তিনি ও তার দুই পুত্র এবং দলের নেতারা করেনি। এ সকল ধারণা থেকেই প্রশ্নকারী আমাকে খালেদা জিয়ার সমান্তরালে ফেলেছেন।

জাতীয় পার্টির মুজিবুল হক চুন্নুর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তিতে বাংলাদেশ যাতে ন্যায্য হিস্যা পায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

শুল্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ হ্রাসের বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে এবং এটি সুরাহার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ভারতের সাথে আমাদের জোর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত আছে।ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে এখনও তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সই না হওয়ার কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন,ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তিস্তার পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। এ বছর অক্টোবর মাসে ভারত সফরের সময়ও আমি এ বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব।রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে সংরতি আসনের রুমানা আলীর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন,মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ভীতি কাজ করছে। ২২ আগস্ট ২০১৯ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের তারিখ ঠিক করা হয়। যাবতীয় প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কোনো রোহিঙ্গা ফিরে যেতে সম্মত না হওয়ায় প্রত্যাবাসন শুরু করা সম্ভব হয়নি।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন না হওয়ার কারণ হিসেবে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়ন না হওয়া, রোহিঙ্গাদের পূর্ণাঙ্গ পরিবার অনুযায়ী ভেরিফিকেশন না করা, নিজ বাসস্থান বা গ্রামে ফেরত ও স্থাবর সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং জীবিকার অধিকারসহ অন্যান্য নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তার অভাব এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনসহ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ার কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার কর্তৃপ শিগগিরই রাখাইন রাজ্যে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে এবং দ্রুত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়া শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

খালেদার জামিন আবেদন ফেরত নিলেন আইনজীবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১১।জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন ফেরত নিয়েছেন তার আইনজীবীরা।বুধবার বিচারপতি ফরিদ আহমেদ ও বিচারপতি এ এস এম আবদুল মোবিনের হাই কোর্ট বেঞ্চে আবেদনটি শুনানির জন্য তোলা হলেও বিচারকরা তাতে সাড়া না দিয়ে আপিল বিভাগে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারক বলেন, যেহেতু এ বিষিয়টি এর আগে হাই কোর্টের একটি জ্যেষ্ঠ বেঞ্চে শুনানি হয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সেহেতু বিষিয়টি এখন আপিল বভাগে নিয়ে যেতে পারেন।খালেদার আইনজীবী জয়নুল আবেদীন তখন বলেন, বিষিয়টি এর আগে হাই কোর্টের অন্য একটি বেঞ্চে শুনানি হলেও আপনাদের শুনতে কোনো বাধা নেই।এর পরও আদালত আবেদনের ওপর শুনানিতে রাজি না হলে খালেদা জিয়ার আইনজীবী বলেন,তাহলে জামিন আবেদনটি আমরা ফেরত (টেক ব্যাক) নিচ্ছি।

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবী খুরশীদ আলম খানও শুনানির প্রস্তুতি নিয়ে আদালতে উপস্থিত থাকলেও তাদের শুনানি করতে হয়নি।দুদকের আইনজীবী পরে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন,শুনানির জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। অ্যাটর্নি জেনারেলও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কোর্ট নিজেই সন্তুষ্ট হতে পরেননি যে, তারা নতুন করে একটা মামলা আবার শুনতে পারবে, যেখানে একবার খারিজ হয়েছে অন মেরিট।হাই কোর্টের খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে তারা আপিল বিভাগে যেতে পারেন। সেই একই আবেদন আবার নতুন করে হাই কোর্ট শুনতে পারেন না। এ প্রশ্নে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা রুলসটা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।এই আবেদন আবার অন্য কোনো বেঞ্চে তোলা হবে কি না জানতে চাইলে আইনজীবী জয়নুল আবেদীন সাংবাদিকদের বলেন, তারা আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

অপরাধের গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট আইনের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদাসহ অন্য আসামিদের করা আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত- এ তিনটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে গত ৩১ জুলাই বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের হাই কোর্ট বেঞ্চ এ মামলায় খালেদা জিয়ার জামিনের আবেদন খারিজ করে রায় দেয়।কিন্তু খালেদার আইনজীবীরা সে খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে না গিয়ে গত ৩ সেপ্টেম্বর নতুন করে হাই কোর্টে আবেদন করলে তাকে 'নজিরবিহীন' আখ্যায়িত করেন দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান।

শারীরিক অবস্থা, বয়স, সামাজিক অবস্থান, অপরাধের ধরণ- সবকিছু মিলিয়ে খালেদা জিয়া 'জমিন পেতে পারেন', এমন যুক্তি তুলে ধরে নতুন করে জামিন আবেদনটি করেন বিএনপিনেত্রীর আইনজীবীরা। সুপ্রিম কোর্ট ও নিম্ন আদালত মিলে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এখন ১৭টি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে দুটি মামলায় (জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট ও জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা) জামিন পেলেই খালেদা জিয়া কারাগার থেকে মুক্তি পেতে পারেন বলে তার আইনজীবীদের ভাষ্য।এ দুই মামলায় তার ১৭ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১০ বছরের সাজার রায়ের বিরুদ্ধে খালেদার আবেদন আপিল বিভাগে এবং দাতব্য ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় নিম্ন আদালতের দেওয়া ৭ বছরের সাজার বিরুদ্ধে করা আপিল হাই কোর্টে বিচারাধীন।

রোহিঙ্গাদের আগে ফেরান, ঘরবাড়ি তারাই বানাবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১১।। মিয়ানমারে আশ্রয়কেন্দ্র বানানোর জন্য সময়পেণ না করার আহ্বান জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, রোহিঙ্গাদের আগে ফিরিয়ে নিতে হবে, সেখানে গিয়ে তারাই ঘরবাড়ি বানিয়ে নেবে।

ঢাকার আগারগাঁওয়ের পিকেএসএফ ভবনে বুধবার এক সেমিনারের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।তিনি বলেন, রোহিঙ্গারা যাতে স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে পারে, সে পরিবেশ মিয়ানমারকেই তৈরি করতে হবে।২০১৭ সালের অগাস্টে রাখাইনের ওই এলাকায় সেনাবাহিনীর দমন অভিযান শুরুর পর থেকে সোয়া সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।সেনাবাহিনীর ওই অভিযানকে জাতিসংঘ বর্ণনা করে আসছে জাতিগত নির্মূল অভিযান হিসেবে। তবে সেখানে গণহারে হত্যা-ধর্ষণ-জ্বালাওপোড়াওয়ের অভিযোগ মিয়ানমার অস্বীকার করে আসছে।মিয়ানমার বলে আসছে, বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত। কিন্তু গত মাসে প্রত্যাবাসনের দ্বিতীয় দফা চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেছে মিয়ানমার কর্তৃপরে কথায় রোহিঙ্গারা আস্থা রাখতে না পারার কারণে। রোহিঙ্গাদের দাবি, প্রত্যাবাসনের জন্য আগে তাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। জমি-জমা ও ভিটেমাটির দখল ফেরত দিতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রাখাইনে তাদের সঙ্গে যা হয়েছে, সেজন্য তিপূরণ দিতে হবে। অন্যদিকে মিয়ানমার প্রত্যাবাসন শুরু করতে না পারার জন্য বাংলাদেশকে দুষছে।

সম্প্রতি মিয়ানমার সরকারের ব্যবস্থাপনায় রাখাইনের কয়েকটি এলাকা ঘুরে এসে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন বিবিসির দণি-পূর্ব এশিয়া প্রতিবেদক জোনাথন হেড।তিনি লিখেছেন, রাখাইনের রোহিঙ্গা গ্রামগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে পুলিশ ব্যারাক ও বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রত্যাবাসনের জন্য যে দুটি ট্রানজিট ও রিলোকেশন ক্যাম্প মিয়ানমার সরকার বানিয়েছে, সেগুলো তৈরি করা হয়েছে রোহিঙ্গা গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে।এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন,রোহিঙ্গাদের জন্য ঘরবাড়ি বানানোর দরকার নেই, আগে তাদের ফিরিয়ে নিন। রোহিঙ্গাদের জন্য কিছু বাড়িঘর মিয়ানমার সরকার তৈরি করেছে, সেখানে আসলে কী অবস্থা হয়েছে তা দেখাতে আমাদের রাষ্ট্রদূতসহ বিদেশি কূটনীতিকদের নিয়ে যাবে, আগে কোনদিন রাজি ছিল না এখন রাজি হয়েছে।

প্রত্যাবাসন শুরু করতে ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশকে দায়ী করে মিয়ানমার সরকারের বক্তব্য নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,তারা এটা বলছে কারণ আমাদের দিক থেকে রোহিঙ্গারা যায়নি। আমরা কাউকে জোর করে ফেরত পাঠাব না, তারা স্বেচ্ছায় ফেরত যাবে। পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব মিয়ানমারের; তারা তাদের লোকগুলোকে কনভিন্স করতে পারেনি।১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বহু মানুষের ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,যখন ভারত থেকে আসি, আমরা চিন্তা করি নাই আমাদের ঘরবাড়ি আছে কিনা। পাকিস্তানি আর্মি আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলেছিল, আমরা এসে ঘরবাড়ি তৈরি করেছি।রোহিঙ্গারাও যখন আমাদের এখানে এলো, তারাও কিন্তু ঘরবাড়ির কথা চিন্তা করে নাই। পালিয়ে আসছে। যখন তাদের যাওয়া শুরু হবে, গিয়ে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে নেবে, না গেলে কীভাবে হবে?

রোহিঙ্গাদের যেহেতু শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি, তাহলে বাংলাদেশ 'স্বেচ্ছায়' ফিরে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব কেন দিচ্ছে- এ প্রশ্নে মোমেন বলেন,আমরা (ইউএনএইচসিআর, ইউএনডিপির সঙ্গে) একটা এগ্রিমেন্ট সই করেছিলাম যে, আমরা কাউকে জোর করে ফেরত পাঠাব না। সেটাতেই আমরা আছি। আমরা চাই রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় ফিরুক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ফিরে যাক।রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তরের বিষয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

চিকিৎসা ছাড়াই খালেদাকে কারাগারে নিতে ষড়যন্ত্র হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১১।। চিকিৎসা পুরোপুরিভাবে শেষ না করেই খালেদা জিয়াকে ফের কারাগারে নেওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নয়া পল্টনের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ঠিকভাবে না হওয়ায় তার শারীরিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে দলীয় প্রধানের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধনসহ বিভাগীয় শহরে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।ফখরুল বলেন, ''কেন্দ্রীয়ভাবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগরে মানববন্ধন এবং ১২ সেপ্টেম্বর সারাদেশে মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করছি। এরপরে আমাদের অঙ্গসংগঠনগুলো এই ধরনের মানববন্ধন ও সমাবেশের কর্মসূচি পরপর দিয়ে আসতে থাকবে।এর সঙ্গে আরও কর্মসূচি যুক্ত হবে। আমরা যে বিভাগীয় শহরে জনসভা করছিলাম - এটা কনটিনিউ করবে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে দেশনেত্রীর মুক্তির দাবিতে সমাবেশ হবে, ২৯ সেপ্টেম্বর হবে রাজশাহীতে এবং আমরা আশা করছি সিলেটে ২১ তারিখ সমাবেশের সম্ভাবনা আছে। রংপুরেও হবে তারপরে।দুর্নীতির দুই মামলায় সাজা নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে কারাবাস করছেন। কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে গত এপ্রিলে তাকে বিএসএমএমইউ হাসপাতালে নেওয়া হয়। এখনও সেখানেই আছেন তিনি।খালেদা জিয়ার জন্য প্যারোলে মুক্তির আবেদন করবেন কিনা প্রশ্ন করা হলে বিএনপি মহাসচিব বলেন,প্যারোল চাওয়ার অধিকার তো আমাদের নাই। প্যারোল চাইতে পারেন পেসেন্ট নিজে। উনি তো চাননি এখন পর্যন্ত। বলেছেন যে, 'আমি প্যারোল চাচ্ছি না'। ভবিষ্যতে চাইবেন কিনা আমরা বলতে পারব না।খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে মহাসচিব বলেন, প্রতিদিনই তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। আত্মীয়স্বজন যারা দেখা করতে যান, আমরা গিয়েছি, আমরা জানি, তাকে বিছানা থেকে ওঠাতেও দুজনকে সাহায্য করতে হয়, বিছানা থেকে ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্যে তাকে হুইল চেয়ারে করে নিতে হয় সেখানেও আরও দুইজনকে হেলপ করতে হয়।এখনও তিনি পা বেন্ড করতে পারেন না, চেয়ারে বসলে পা সোজা করে রাখতে হয়। রাতে ঠিকভাবে ঘুমাতে পারেন না, তার দুই কাঁধ প্রায় ফ্রোজেন, হাতগুলো ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছে। অসুখটা এমন যেটা- ইরিভারসেভেল ডিজিস, যে ক্ষতিটা হবে তা আর কোনো চিকিৎসাতেই ফিরে আসবে না।যে কারণে আমরা বার বার বলছি, দেশনেত্রীর যে জামিন প্রাপ্য, সেটা তার পাওয়া উচিত। অনেকেই এই মামলাগুলোতে জামিনে মুক্ত আছেন। তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না উদ্দেশ্যমূলকভাবে। জামিনে মুক্তি পেলে তার সুবিধা মতো দেশে হোক, বিদেশে হোক হাসাতালে চিকিৎসা নিতে পারতেন।

ফখরুল আরও বলেন, বিএসএমএমইউর ভাইস চ্যান্সেলর গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি (খালেদা জিয়া) এখন সুস্থ হয়ে গেছেন, তার রোগের উপশম হয়েছে এবং পরিচালক.. সম্ভবত তিনিও বলেছেন, তিনি (খালেদা জিয়া) এখন সুস্থ।আমরা মনে করি, এটা ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ। তাকে আবার চিকিৎসা না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে চাচ্ছে। আমরা যেটা বলতে চাই, দেশনেত্রীর চিকিৎসা যদি প্রোপারলি না হয় তাহলে যেটা তার ঘটছে সেটা হচ্ছে- প্রতিদিন তার শরীর আরও খারাপ হচ্ছে, অবনতি হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের। যেটাকে বলা হচ্ছে যে, প্রোগ্রেসিভলি খারাপের দিকে যাচ্ছে।বিএনপি মহাসচিব এসময় বিএসএমএমইউর মেডিকেল প্রতিবেদন পড়ে শুনান, যেখানে খালেদা জিয়ার জটিল রোগের সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।খালেদা জিয়ার নূনতম চিকিৎসার দিকে সরকার কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নজর দিচ্ছে অভিযোগ করে দলের ভাইস চেয়ারম্যান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, উনার (খালেদা জিয়া) এখন বয়স ৭৫ চলছে- এই অবস্থায় যেকোনো সময়ে উনার ব্লাড সুগার ১৪, উনারা (হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ) বলেন এটা নাকি নরমাল।

আচ্ছা বলেন তো ফাস্টিং ব্লাড সুগার ১৪, এটা কী নরমাল হয়? যারা বলেন তারা কিন্তু ডাক্তার। অর্থাৎ ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, হাসপাতালের ডিরেক্টর সাহেব বলেন। উনারা কিন্তু মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন। সরকারের শেখানো বুলি বলে যাচ্ছেন।জাহিদ হোসেন বলেন,বাম হাত দেশনেত্রী কিছু ধরতেই পারেন না, বাম হাত সোজা করতে পারেন না। হাতটা উনি ছয় ইঞ্চি তুলতে পারেন না। সে জায়গায় উনারা বলেছেন যে, উনি ভালো, সুস্থ আছেন্যে মানুষটি দাঁড়াতে পারেন না, যে মানুষটি হাটতে পারেন না।নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন হয়।খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ বলেন,এখানে তো আইনের চাইতে রাজনৈতিক বিষয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তো চেষ্টা করেছি এবং এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি আন্তরিকভাবেই, যাতে করে আমরা তার জামিন পেতে পারি। কিন্তু পদে পদে বাঁধা, রাজনৈতিক প্রভাব। তার স্বাস্থ্যগত কারণে আমরা আবার চেষ্টা করব জামিনের জন্য।

সংবাদ সম্মেলনে স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, কেন্দ্রীয় নেতা মীর সরফত আলী সপু, আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী, আবদুস সালাম আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাসুদা ভাট্টির মামলায় মইনুলের জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১১।। মাসুদা ভাট্টির দায়ের করা মানহানি মামলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে জামিন দিয়েছে আদালত।ঢাকার মহানগর হাকিম তোফাজ্জল হোসেন রোববার পাঁচ হাজার টাকার মুচলেকায় তার জামিন মঞ্জুর করেন।গত ৩ সেপ্টেম্বর এ আদালতে আত্মসমর্পণ করে মইনুল জামিনের আবেদন করলে শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক।

রোববার মইনুলের পক্ষে শুনানি করেন ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা খান।শুনানিতে তিনি বলেন, এ মামলার সব ধারা জামিনযোগ্য। ব্যারিস্টার মইনুলের বয়স আশি বছর। তিনি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে জামিন দেওয়া হোক।একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে

ছয়ের পাতায়

সরকারের বিরুদ্ধে সামনে বড় আন্দোলন : ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১১।। সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সামনে 'বৃহত্তর আন্দোলনের' হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বুধবার সকালে এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে তিনি বলেন,আমরা আজকে ঐক্যবদ্ধ হই দলমত নির্বিশেষে, সকল দল মিলে আমাদের স্বার্থরার জন্য, আমাদের অধিকার ফিরে পাবার জন্য আমরা আজকে সবাই ঐক্যবদ্ধ হই।স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখতে আজকে ঐক্যবদ্ধ হই। সামনের দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করে এই দানব সরকারকে পরাজিত করতে সম হব ইনশাল্লাহ।

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানিয়ে ফখরুল বলেন,দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ, তার ডায়াবেটিস অত্যন্ত বেড়ে গেছে, আর্থারাইটিস বেড়ে গেছে, ঘাড়ের ব্যথা বেড়ে গেছে। তিনি কারও সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না, চলতে পারেন না। হুইল চেয়ার চলতে হচ্ছে তাকে।এই সরকার এবং তার কর্মকর্তারা আছেন, পিজির (বিএসএমএমইউ) কর্তৃপ আছেন, তারা বলছেন যে, তিনি (খালেদা) নাকি সুস্থ রয়েছেন। তিনি একেবারেই সুস্থ নন। আজকে অসুস্থ অবস্থায় তিনি কারারুদ্ধ হয়ে দিনাতিপাত করছেন। আমরা অবিলম্বে অসুস্থ নেত্রীর সুচিকিৎসার জন্য মুক্তি দাবি করছি।খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এসময় বিএনপি মহাসচিব নিজেই স্লোগান ধরেন- 'জিয়ার সৈনিক এক হও', 'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই'।জাতীয় প্রেস কাবের সামনের ফুটপাতে ফখরুলের নেতৃত্বে কয়েকশ নেতাকর্মী মানববন্ধনে অংশ নেয়। বেলা ১১টা থেকে এক ঘণ্টা এই কর্মসূচি হয়।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে খালেদা জিয়া কারাগারে যাওয়ার পর তার মুক্তির দাবিতে কয়েকবার জাতীয় প্রেস কাবের সামনে মানবন্ধন করেছে বিএনপি। সর্বশেষটি হয়েছিলে গত ৬ মার্চ।সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধান হচ্ছে না বলে দাবি করেন ফখরুল।

আজকে তারা বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। তারা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। কারণ তাদের সেই বৈধতা নাই, সেই সাহস নাই।

তাদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে পারছেনা। দুই বছরে একজন রোহিঙ্গাকেও তারা ফেরত পাঠাতে পারে নাই।আরেকদিকে পার্শবর্তী প্রতিবেশি বন্ধুদেশের আসামের মন্ত্রী-নেতারা হুমকি দিচ্ছেন, বাংলাদেশি যারা অনুপ্রবেশকারী, তাদেরকে তারা ঠেলে ফেরত পাঠাবে। আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, কোনো বাংলাদেশি কখনও ভারতে যায় নাই স্বাধীনতার পরে। আজকে গভীর চক্রান্ত শুরু হয়েছে বাংলাদেশকে আবার বিপদগ্রস্ত করার জন্য, আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য।

মানববন্ধনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, জ্যেষ্ঠ নেতা অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন, আহমেদ আজম খান, জয়নুল আবদিন ফারুক, আবুল খায়ের ভুঁইয়া, হাবিবুর রহমান হাবিব, মজিবুর রহমান সারোয়ার, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, শিরিন সুলতানা, এবিএম মোশাররফ হোসেন, আজিজুল বারী হেলাল, মীর সরফত আলী সপু বক্তব্য রাখেন।

পরিবারে আ.লীগ-বিএনপি থাকলে ছাত্র সমাজে জায়গা নয়: রাঙ্গাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১১।। কারও পরিবারের কেউ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলে তাকে জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠনের সদস্য করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন মতাসীন দলের নেতৃত্বে মহাজোটের শরিক দলটির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ।শুধু আওয়ামী লীগই নয় কারো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ বিএনপি করলে তিনিও জাতীয় ছাত্র সমাজে জায়গা পাবেন না বলে বুধবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বলে তিনি।কাকরাইলে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (আইবি) মিলনায়তনে ছাত্র সংগঠনটির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন রাঙ্গাঁ।

তিনি বলেন,কারও পরিবারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সদস্য থাকার প্রমাণ পেলে তাদের কোনোভাবেই ছাত্র সমাজের সদস্যপদ দেওয়া হবে না।সামরিক শাসক থেকে রাষ্ট্রমতা দখলের পর এইচএম এরশাদ সহায়ক বাহিনী হিসেবে ছাত্র সমাজ গড়ে তোলেন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ মতাচ্যুত হওয়ার পর জাতীয় পার্টির নির্বাচনী রাজনীতিতে ভূমিকা রাখলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জায়গা পায়নি ছাত্র সমাজ।এরশাদ পতনের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় সব ছাত্র সংগঠন জাতীয় সমাজকে ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে প্রবেশ করতে না দেওয়ার বিষয়ে মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ ছিল।কিন্তু ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে সঙ্গে নেওয়ার পর সেই চিত্র পাল্টাতে থাকে। গত দুই মেয়াদে জাতীয় পার্টি সরকারের শরিক ছিল। গত সংসদে তারা একইসঙ্গে বিরোধী দলের ভূমিকায় এবং সরকারেও ছিলেন, রাঙ্গাঁ ছিলেন সমবায় প্রতিমন্ত্রী। এবারই প্রথম সরকারে জায়গা হয়নি তাদের।দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামীর পরিবারের কাউকে আওয়ামী লীগের সদস্য এবং তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির থেকে আসা কাউকে ছাত্রলীগের সদস্য করা নিয়ে বিতর্ক আছে।তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, সদস্য করারত্রে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড বিচার করা হবে, পরিবারের নয়।এছাড়া পরিবারের কোনো সদস্যের রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য কেউ কোনো সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না এমন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এর আগে শোনা যায়নি।

ছাত্র সমাজের সভায় সংসদ নির্বাচন ও পরে ডাকসু নির্বাচনে দলের প্রশ্ন উঠলে রাঙ্গাঁ বলেন,আমাদের জবাব দেওয়ার আছে, সময়মতো জবাব দেওয়া হবে। তবে এর জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। দল যদি সঠিক পথে থাকে, তাহলে বিজয়ী হব আমরা। চার বছর পর যে নির্বাচন আসছে, আমাদের তার প্রস্তুতি নিতে হবে।২০২৩ সালের নির্বাচনে আমাদের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েই ছাড়ব।ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় কাউন্সিলের আগে কোনো প্রেসিডিয়াম সদস্য অকার্যকর থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুশিয়ারি দেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব।তিনি বলেন,

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

খাওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি কি?

ঢের হয়েছে মশাই। এবার ব্যাপারটা না হলে আর চলছে না। আরে, আমরা হলাম গিয়ে বাঙালি। আমাদের একটা জ্যাতাভি মান বলে কিছু আছে তো! গ্লোবাইলাইজেশনের যুগে বাংলা ভুলে যতই বং হই না কেন, আত্মাটাতো এখনো সে বাঙালিই আছে। তাই এসব গাল গপ্প আর কতদিন সহ্য হয় বলুন তো।

কি নিয়ে কথা বলছি বুঝতে পারছেন না নিশ্চয়? তা বুঝবেন কি করে। কোনো দিন কোনো কিছু নিয়ে একটু তলিয়ে ভেবেছেন নাকি। সারা জীবন সামনের লোকটা যা বলে এসেছে, তাতে গলা মিলিয়েছেন শুধু। আরে মশাই আমি এতসব কথা বলছি বাঙালি খাবার নিয়ে। এই যে আমাদের নানা পদ নিয়ে এত রকমের দারণা, সেগুলি আদৌ ঠিক কিনা। তা কখনো ভেবে দেখেছে? কোনো কিছু না ভেবেই এটারসঙ্গে ওটা খাওয়া যায় না, এটা খেলে সেটা হয— এমন সব ধারণা অন্ধের মতো মেনে চলেছেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন কত এক্সপেরিমেন্ট কত ঘাম ঝরানোর পর একটা একটা বাঙালি পদের আবিষ্কার হয়েছে। মিষ্টির কথাই ধরুন না। সময়টা ১৯ শতক হবে হয়ত। সে সময় জন্ম নিয়েলি এক নতুন পদ। ছানার মিষ্টি। এর আগে বাঙালি জিহ্বা শুধুমাত্র ক্ষীরের মিষ্টিই চেখেছিল। ছানা তখন বাঙালির কাচে ছিল অপাংক্তেয়। উত্তর কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের তৈরি নতুন বাজারে শুরু হল ছানার মিষ্টি নিয়ে নানা গবেষণা। শেষে নানা হাত ঘুরে জন্ম হল সন্দেশের। পরে নলিনচন্দ্র দাসের একক চেষ্টায় বঙ্গজীবনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল ছানার সন্দেশ। এর কিছু বছর পর ১৮৭৮ সালে আরেক মিষ্টি বিক্রেতা নবীনচন্দ্র দাস ছানার সঙ্গে সুজি মিশিয়ে তৈরি করলেন রসগোল্লা। আজও বাঙালির ভুরিভোজের আসর রসগোল্লা আর সন্দেশ ছাড়া ভাবাই যায় না।

তাহলে এবার ভাবুন বাঙালি খাবারের এতদিনকার এই যে ইতিহাস, তা কিছু বুল ধারণার জন্য কি এমনভাবে শেষ করে দেওয়া যায়?

পিয়াজ বড় হট, খেলে করবে ছটফট—

পিয়াজ খেলে নাকি গা গরম হয়। বাজে কথা। পিয়াজ খেলে বরং পাকস্থলী ঠান্ডা হয়। তবে এই ছোট্ট সবজিটি গরম তেলের সংস্পর্শে এলেই চরিত্র বদল করে গরম হয়ে যায়। তাই রান্না করা পিয়াজ গা গরম করে, কাঁচা পিয়াজ নয়। প্রসঙ্গত, এই খাবারটা গরম, এটা ঠান্ডা— এই ধারণাটা এসেছে চীনা তত্ত্ব, ইন অ্যান্ড ইয়েং অব ফুড থেকে। যে সব খাদ্য হার্টকে উদ্দীপিত করে, সে সব খাবার হল ইয়েং ফুড। আর যা খেলে পাকস্থলী ঠান্ডা হয়, সেগুলি ইন ফুড। পিয়াজ একটি ইন ফুড।

ফুলকো লুচি বনাম ন্যাতানো লুচি—

কেউ বলতে পারেন ফুলকো লুচি ভালো, না ন্যাতানো লুচি? না আমি স্বাদের দিক থেকে বলছি না। কোন লুচিটা খেলে শরীরের কম ক্ষতি হয়, সেটাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। শুনলে অবাক হবেন ছাঁকা তেলে ভাজা লুচি খেলে শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। কারণ ফুলকো লুচি হয় তেল চুপচুপে। তাই ঠান্ডা লুচি বেঁদে দিয়ে যতই ভালো লাগুক না কেন, তা কোলেস্টেরল বাড়ায় হুড়মুড় করে।

কুমড়োভাজা, শরীর তাজা—

ভাতের সঙ্গে রোজ একটু করে কুমড়ো সেদ্ধ ব্যস, তাহলেই শরীর থাকবে চাঙ্গা, রোগ থাকবে দূরে— মা ঠাকুমাদের এই সেকেলে ধারণাটি একদমই ঠিক নয়। কারণ সেদ্ধর থেকে কুমড়ো ভাজা শরীরের পক্ষে বেশি ভালো. গবেষণায় দেখা গেছে ঢাউস এই সবজিটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে, যা একমাত্র তেলের সংস্পর্শে এলেই সক্রিয় হয়। সেদ্ধ অবস্থায় এই ভিটামিনটি সে ভাবে কাজ করতেই পারে না। যে কারণে কুমড়ো সেদ্ধ খেলে শরীরের আলাদা করে কিছু ভালো হয় না। তাই ঠাম্মারা আজ থেকে আর সেদ্ধ নয়, ভাজা কুমড়োর জয়গান শুরু করুন।

খিচুড়ি নাকি অ্যাসিড ফ্যাক্টরি—

খিচুড়ি নামক খাদ্যটির সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা সে কোন কাল থেকে। তবুও দেখ এই সুস্বাদু খাবারটিকে নিয়ে কত গুজব।

কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো এও দাবি করেন, যে খিচুড়ি খেলেই নাকি অ্যাসিড হয়।

ভুল, সব ভুল! দোষটা আসলে খিচুড়ির নয়। আমাদের রান্নার পদ্ধতির। আমরা চাল ও ডাল একসঙ্গে দিয়ে খিচুড়ি রান্না করি। আর সেখানেই করি ফেলি আসলভুলটা। কারণ চাল যত তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়, ডাল অত ঝটপট সেদ্ধ হয় না। ফলে ডালটা কাঁচাই থেকে যায়। যে কারণে খিচুড়ি খেলেই অনেকের পেট ভার, বুক জ্বালা আর অ্যাসিড হয়। এবার থেকে খিচুড়ি রান্নার সময় প্রথমে হাঁড়িতে ডাল দিন। এর কিছুক্ষণ পর চাল মেশান। এতে চাল এবং ডাল দুটোই সমান সেদ্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন আর কোনো সমস্যাই হচ্ছেনা।

বাঙালির ভাত ঘুম—

একথা ঠিক যে ভাত খেলেই ঘুম পায়। কারণ ভাতের মধ্যে মেলাটোনিন নামে একটি উপাদান থাকে, যা ঘুম ডেকে আনে। প্রসঙ্গত, ভাতের পাশাপাশি আলু, বার্লি এবং সিঙ্গাপুরি কলাতেও মেলাটোনিন থাকে। তাহলে প্রশ্ন, আলু বা সিঙ্গাপুরি কলা খেলে কেন ঘুম পায় না? উত্তরটা খুব সহজ। আমরা যে পরিমাণে ভাত খাই, সে পরিমাণে কি আলু বা সিঙ্গাপুরি কলাই খাই?

ভাতে মেদ বাড়ে, কমে রুটিতে—

ভাত আর রুটির নিউট্রিশন ভ্যালু একই। তাই ভাত খাওয়ার সঙ্গে মোটা হওয়ার যেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি রুটি খেলেই তরতর করে মেদ ঝরবে, এমনটাই হয়না। আমরা সাধারণত ভাত খাই ডাল ও মাছের ঝোল দিয়ে। মাঝ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। আর ডাল প্রোটিন সমৃদ্ধ। সঙ্গে ভাতের মধ্যে দিয়ে শরীরে কার্বোহাইড্রেট ঢোকে। তাই পুষ্টিগত দিক থেকে ভাত যে রুটির থেকে অনেক কদমই এগিয়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ডালে ডালে ইউরিক অ্যাসিড—

ডালের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড বাড়া বা কমার কোনো সম্পর্ক নেই। জেনে রাখা ভালো, যে সব খাবারে হাইপোজেনথিন নামক উপাদানটি থাকে, কেবলমাত্র সে সব খাবার খেলেই শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য ঘটে। প্রসঙ্গত, শুধু মুসুর ডাল কেন, কোনো ডালেই এই উপাদানটি থাকে না। যদিও ভাতের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের সম্পর্ক নিবিড়। কারণ ভাতের মধ্যে সিম্পল সুগার খুব বেশি পরিমাণ থাকে। যা জয়েন্টের ব্যথা বাড়ার ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা নেয়।ছোট মাছ খাও, বাড়বে চোখের জ্যোতি—

এই ধারণাটি অর্ধ সত্য। চোখের ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন এ।

কফিপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ আনছে 'কফি রাস্ট'

সকালে ঘুম থেকে উঠে বা বিকেলের ক্লান্তিটা দূর করতে কফির বিকল্প ভাবতে পারেন না অনেকেই। শুধু ঘুম তাড়াতেই নয়, কফির আরও নানাবিধ উপকারিতার কথা বলে থাকেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু বিশ্বের কফি শিল্প মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে 'কফি রাস্ট' নামের এক প্রকার রোগের কারণে।

কফি রাস্ট শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কফি চাষীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এক প্রকার ফাঙ্গাস সংক্রমিত রোগ। হেমিলিয়া ভাস্টাট্রিক্স নামক ফাঙ্গাস এর জন্য দায়ী।

এ ফাঙ্গাস সংক্রমণে কফি গাছের পাতায় বাদামি রঙের ছোপ দেখা দেয়। এই ছোপগুলো দেখতে অনেকটা লোহার মরিচার মতো হওয়ায় রোগটির নাম দেওয়া হয় কফি রাস্ট। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা সবুজ থেকে বাদামি রং ধারণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে গাছটি বীজ উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইনসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো কফি রপ্তানিতে শীর্ষে অবস্থান করছিল। কিন্তু কফি রাস্টের কারণে দেশগুলো কফি উৎপাদন থেকে সরে এসেছে।শ্রীলঙ্কার কফি শিল্প ধ্বংসের জন্য এ রোগকেই দায়ী করেন ইতিহাসবিদরা।

বিশ্বে কফি উৎপাদন ও রপ্তানিতে কলম্বিয়ার অবস্থান তৃতীয়। ২০১৭ সালে কফি রপ্তানি করে দেশটি দুই দশমিক চার বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কলাম্বিয়ার মোট রপ্তানি আয়ের সাত দশমিক সাত শতাংশই আসে কফি খাত থেকে। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে দেশটির কফি শিল্প মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে কফি রাস্টের কারণে।

তাই অনেক বছর ধরেই কলাম্বিয়ার গবেষকরা চেষ্টাচালিয়ে যাচ্ছেন কফি রাস্টের হাত থেকে সেদেশের কফি শিল্পকে বাঁচানোর উপায় খুঁজে বের করতে। সম্প্রতি একটি সমাধানও খুঁজে পেয়েছেন তারা।

গবেষণায় দেখা গেছে, সব ধরনের কফি গাছ এ রোগে আক্রান্ত হয় না। গবেষণার স্বার্থে কফি গাছকে দু'টি প্রজাতিকে ভাগ করা হয়েছে। এদের একটির প্রচলিত নাম বিউটি। এ প্রজাতির কফি হয় স্বাদে, গন্ধে ও মানে উন্নত। উৎপাদনও তুলনামূলক ব্যয়বহুল। তবে এতে কফি রাস্টের ঝুঁকি বিদ্যমান।

অপর প্রজাতিটির প্রচলিত নাম 'বিস্ট'। বিশ্বে এ প্রজাতির কফি তেমন জনপ্রিয় নয়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ প্রজাতির গাছগুলো কফি রাস্টে আক্রান্ত হয় না।

তাই গবেষকরা এ দুই প্রজাতির কফি গাছের ডিএনএ নিয়ে নতুন হাইব্রিড তৈরির চেষ্টা চালান। গবেষকদের লক্ষ্য ছিল, নতুন হাইব্রিড প্রজতিটি যেন স্বাদে, গন্ধে ও মানে উন্নত হয় এবং একই সঙ্গে রাস্ট প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। বহু চেস্টার পর গবেষকরা একধরনের হাইব্রিড তৈরি করতে পেরেছেন যারনাম ক্যাস্টিলো। এই ক্যাস্টিলো জাতের গাছে কফি রাস্ট সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। এর গুণগত মানও বেশ ভালো।

২০০৮ সালে কফি রাস্টের আক্রমণে কলাম্বিয়ার ২৫ শতাংশ কফি ক্ষেত নষ্ট হয়। এরপর থেকে কলাম্বিয়া সরকার কফি চাষিদের ক্যাস্টিলো চাষের উপর জোর দেয়। বর্তমানে সেদেশের ৭৬ শতাংশ খামারে ক্যাস্টিলো চাষ হচ্ছে।

কলাম্বিয়ার গবেষকরা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও কফি রাস্ট মোকাবেলায় ক্যাস্টিলো জাতের কফি

চাষের গুরুত্ব তুলে ধরছেন। তাছাড়া কফি আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের এর আর্থিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হচ্ছে।

কিন্তু কফিপ্রেমীরা যেন বরাবরই একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির। কফি স্বাদ ও গন্ধে একদম নির্ভেজাল না হলে যেন চলে না। তাই বাজারে ক্যাস্টিলোর সফলতা অর্জনের জন্য কফিপ্রেমীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর কফির উৎপাদন ব্যাহত মানেই সরবরাহ কমে যাওয়া, যা কফিপ্রেমীদের কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বিগ বস ১৩-য় অংশ গ্রহনকারীদের মধ্যে প্রকাশ্যে এল কয়েকটি নাম

অন্যতম জনপ্রিয় টেলিভিশন রিয়েলিটি শো বিগ বসের ১৩ তম মরসুম, সেপ্টেম্বর মাসে প্রিমিয়ার হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এই মরসুমে কোনও সাধারণ মানুষ থাকবে না, নির্মাতারা কেবল সেলিব্রিটিদের রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শোতে সেলিব্রিটিদের নামের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সূত্র মারফত যে সমস্ত নাম জানা গেছে -চাঙ্কি পান্ডে : বিগ বস ১৩ মরসুমে এই অভিনেতাকে দেখা যেতে পারে। বর্তমানে, অভিনেতা তাঁর আসন্ন ছবি সাহোর প্রচারে ব্যস্ত, তিনি ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে হাজির হবেন।আদিত্য নারায়ণ : জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও আয়োজক আদিত্য নারায়ণও বিগ বস মরসুম ১৩ এর অন্যতম কট্টর প্রতিযোগী। অভিনেতা খাতরো কে খিলাড়ি রিয়েলিটি শোয়ের অন্যতম অংশ ছিলেন, এখন তিনি কালার্সের কমেডি শো খাতরা খাতরায় কাজ করছেন। মিহিকা শর্মা : তিনি একজন অভিনেত্রী, মডেল যিনি বিগ বসের শেষ মরশুমেও হাইলাইট হয়েছিলেন। কিন্তু এবার নিশ্চিত হয়ে গেছে যে তিনি পর্নো তারকা ড্যানি ডি-এর সাথে বিগ বসের ঘরে প্রবেশ করবেন।সিদ্ধার্থ শুক্লা : অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লাকেই বিগ বসের ১৩ মরসুমে আসার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল, অভিনেতাকে শেষ বার দেখা গিয়েছিল কালার্স টিভি শোতে, তিনি শিবরাজ শেখরের চরিত্রে জনপ্রিয় শো বালিকা বধূতেও অভিনয় করেছেন। অভিনেতাকে বরুণ ধাওয়ান ও আলিয়া ভট্ট অভিনীত বদ্রীনাথ কি দুলহানিয়া ছবিতেও দেখা গেছে।শিবিন নরঙ্গ : জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা শিবিন নরঙ্গও এই অনুষ্ঠানের অন্যতম নিশ্চিত প্রতিযোগী, তিনি 'এক বীর কি আরদাস - বীরা', 'সুরভিন গুগেল-টপার অব দ্য ইয়ার'- এর মত একাধিক হিট শোতে অভিনয় করেছেন।দেবলিনা ভট্টাচার্জী : দেবলিনা বেশ কয়েকটি ভারতীয় টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয় করেছিলেন, তাকে সাথ নিভানা সাথিয়া শোতে স্টার প্লাসে গোপী বহুর ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। তিনি বিগ বস মরসুম ১৩ এর অন্যতম প্রতিযোগী হতে পারে।রাজপাল যাদব : এটি শোয়ের সবচেয়ে বিনোদনমূলক নাম হবে। রাজপাল যাদবকে বিগ বস ১৩ মরসুমে দেখা যেতে পারে। এই ব্যক্তি বাস্তব জীবনে কত মজার, তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে দর্শকরা।রুচা ভদ্র : শোতে উপস্থিত হওয়ার জন্যও তাঁর সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে, খিচড়ি -তে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী পরিচিতি পেয়েছিলেন। তাঁর বাস্তব জীবনের চরিত্রটিতে এই ভিন্ন চরিত্রটি দেখতে অবাক লাগবে।

দেশ ছাড়লেন শ্রীদেবীর বড়ো মেয়ে খুশি

ওয়েবডেস্ক: প্রয়াত বলিউড অভিনেত্রী শ্রীদেবী এবং প্রযোজক বনি কাপুরের বড়ো মেয়ে খুশি কাপুর পাড়ি দিলেন নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে। মঙ্গলবার মুম্বই এয়ারপোর্টে ধরা পড়ে খুশির বিদেশযাত্রা ছবি।এ দিন খুশিকে দেখা যায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তাঁদের উদ্দেশে আবেগপ্রবণ গুডবাই উচ্চারণের ভিডিওই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।জানা গিয়েছে, নিউ ইয়র্ক ফিল্ম অ্যাকাডেমিতে ভরতি হয়েছেন খুশি। সেখানে চলচ্চিত্রের উপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য এ দিন উড়ে গেলেন সেখানে।বাবার সঙ্গেই বিমানবন্দরে পৌঁছান খুশি। বনির পরনে ছিল নীল রঙের ট্রাকস্যুট। খুশি পরেছিলেন একটি কালো রঙের জাম্পস্যুট।কাকা সঞ্জয় কাপুরের মেয়ে শানিয়ার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক খুশির। সঞ্জয়ের স্ত্রী মাহিপ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে শানিয়ার সঙ্গে খুশির বিশেষ মুহূর্তের একটি ছবি পোস্ট করেন। নতুন কলেজে ভরতি হওয়ার পর তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেন তিনি।অন্য দিকে খুশির বোন অভিনেত্রী জাহ্নবী আগেই জানিয়েছেন, দিদি নিউ ইয়র্ক ফিল্ম অ্যাকাডেমিতে পড়তে যাচ্ছেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর সে (খুশি) নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় "ফলো" থেকে শুরু করে খুনের হুমকি! কী বললেন অরুণিমা?

সাধারণ থেকে সেলিব্রিটি, সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্তত এক বার উত্যক্তকারীদের কবলে পড়েননি এমনটা বোধহয় বিরল। কখনও ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে নেওয়া, আবার কখনও বা তাঁকে ভার্চুয়াল মিডিয়ায় ২৪ ঘণ্টা অনুসরণ করার মতো ঘটনা হামেশাই ঘটছে। ব্যাপারটা যদি ভার্চুয়াল জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তব জগতেও হতে থাকে তা হলে তা খুবই চিন্তার বিষয় বইকি।অভিনেত্রী অরুণিমা ঘোষ তাঁর সঙ্গে ঘটা এমনই এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন সকলের সঙ্গে। অরুণিমা জানান, ইনস্টাগ্রাম থেকে তাঁকে ফলো করা শুরু করে এক অচেনা ব্যক্তি। প্রথম দিকে সব ঠিকই ছিল, কিন্তু ক্রমশ তা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। নম্বর জোগাড় করে তাঁকে ফোন করতে থাকে ওই ব্যক্তি। এমনকি, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বাড়িতে পর্যন্ত চলে আসে সে। আসতে থাকে একের পর এক থ্রেট কল। অরুণিমার অভিযোগ, তার একটি অ্যাকাউন্ট ব্লক করলে ওই ব্যক্তি

আর একটি অ্যাকাউন্ট খুলে সেখান থেকে অভিনেত্রীকে বিরক্ত করতে থাকে। এক সময় অরুণিমা সাইবার সেলে গোটা ব্যাপারটা জানালে, অল্প দিনের জন্য গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত।

পরে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি, তাঁকে খুনের হুমকিও দিতে থাকে বলে অরুণিমার অভিযোগ।শুধু অরুণিমাই নন, সাইবার ক্রাইমের স্বীকার হয়েছেন অভিনেত্রী মানালি দে-ও। নেট দুনিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে ঘেরা এক জগত। একবার তার মধ্যে ঢুকে গেলে তা থেকে বেরনো কঠিন। আর এই সাইবার ক্রাইমকে বিষয় করে আগামী ২ অক্টোবর বড় পর্দায় আসছে দেবের প্রযোজনা সংস্থার নতুন প্রয়াস দেব-রুক্মিণী অভিনীত ছবি "পাসওয়ার্ড"। সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন অরুণিমা-সহ বাকিরা।

রঞ্জনার সিক্যুয়েল-এও দেখা মিলবে ধানুষ-এর

বড় শিক্ষা হয়েছে পরিচালক ও নির্মাতা আনন্দ এল রাইয়ের। শাহরুখ খানও তাঁর রক্ষাকর্তা হতে পারেননি। এমনকি আনুশকা শর্মা আর ক্যাটরিনা কাইফের অপার সৌন্দর্য ও দুরন্ত অভিনয় তাঁর "জিরো" ছবিকে বাঁচাতে পারেনি। তাই আনন্দ এল রাই আর কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। এবার তিনি তাঁর "লাকি" নায়ক ধানুষকে নিয়ে আবার ছবি করতে চলেছেন। এই ছবিতে আনন্দ একটি নতুন জুটি উপহার দেবেন। শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণের সুপারস্টার ধানুষের সঙ্গে নাকি জুটি বাঁধবেন সারা আলী খান।আনন্দ এল রাইয়ের "রঞ্জনা" ছবির মধ্য দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় ধানুষের। এই ছবিতে ধানুষের বিপরীতে ছিলেন সোনম কাপুর। আনন্দ এবার "রঞ্জনা" ছবির সিকুয়াল আনছেন। নায়ক হিসাবে তিনি ধানুষকেই রাখছেন। তবে "রঞ্জনা টু"তে নাকি সোনম কাপুরের বদলে সারাকে দেখা যাবে। আনন্দ পরিচালিত "রঞ্জনা" ছবিটি ২০১৩ সালে মুক্তি পায়। বক্স অফিসে ছবিটি দারুণ সাফল্য পেয়েছিল।বলিউডের সেরা প্রেমের ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে "রঞ্জনা"র নাম। তাই আনন্দ তাঁর এই ছবিটি নিয়ে খুবই সংবেদনশীল। এই নতুন "রঞ্জনা"র গল্প, চরিত্র সবই আলাদা হবে। শুধু "রঞ্জনা" আর তাঁর সিকুয়ালের বিষয়বস্তু এক। তাই ছবির নামে কোনো পরিবর্তন করছেন না আনন্দ। এই ছবি "তনু ওয়েডস মনু"র ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। তবে "রঞ্জনা"র মতো এর সিকুয়াল ছবির গল্প বোনা হয়েছে উত্তর ভারতের পটভূমিতে। জানা গেছে, "রঞ্জনা টু" ছবিতে থাকবে অফুরন্ত হাসি আর আনন্দ।কিছুদিন আগে শোনা যায়, "রঞ্জনা টু" ছবিতে হৃত্বিক রোশনকে দেখা যাবে। পরে জানা গেছে, হৃত্বিককে নাকি এই ছবির প্রস্তাব পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এখন পর্যন্ত এই ছবির সঙ্গে ধানুষ আর সারার নাম জড়িয়ে আছে। তবে "রঞ্জনা টু" ছবির সঙ্গে আরও একজন বড় তারকা যোগ দেওয়ার কথা আছে। আনন্দ ছবিটি টি-সিরিজের মালিক ভূষণ কুমারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা করছেন।

আমি কোনও সিনেমাতেই সই করিনি, ভুল খবর রটানো হচ্ছে: শাহরুখ খান

মহানগর ওয়েবডেস্ক: কিং খান ছাড়া বলিউড, তাও আবার হয় নাকি। কিন্তু বাস্তবে তাই তো হচ্ছে। বেশ কিছুদিন হল কোনও সিনেমা কিংবা প্রমোশনের কাজে কিংবা অভিনয়ের কাজে মুখ দেখাচ্ছেন শাহরুখ। মূল কারণ তাঁর গত বছরের "জিরো" সিনেমার ভরাডুবি। যার জন্য সিনেমার কাজে ব্যস্ত থাকছেন না শাহরুখ খান। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর আগামী সিনেমার পরিচালকের নাম হিসাবে কখনও সঞ্জয় লীলা বনশালি, আবার কখনও রাজকুমার হিরানি ইত্যাদি নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। সদ্য তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়েছে আলি আব্বাস জাফরের নাম।শোনা গিয়েছে সলমানের বন্ধু ও মাল্টিহিট মেশি আলির সঙ্গে নাকি তাঁর পরবর্তী সিনেমাতে কাজ করবেন শাহরুখ। কিন্তু সেই খবরের কোনও সত্যতা নেই ভালোভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন বলিউডের বাদশা। এদিন নিজে ট্যুইট করে জানিয়েছেন, "এটা খুব ভালো লাগে শুনতে যে বলিউডে মানুষ আমাকে কতটা ভালোবাসে। এমন দিন গিয়েছে যে কত সিনেমাতে অভিনয় করেছি কিন্তু কেউ জানতই না। কিন্তু এখন আমি খবরে দেখছি কোনও সিনেমা সই করিনি, তাও খবর বেড়িয়ে যাচ্ছে আমি নাকি এই সিনেমা সই করেছি সেই সিনেমা সই করেছি। আমি সবাইকে বলতে চাই, যে এখনও আমি কোনও সিনেমাতে সই করিনি। যখন করব সবাইকে জানিয়ে দেব। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি আলির সঙ্গে কাজ করছি না।"শাহরুখ ট্যুইট করে জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জেলা ও দায়রা জর্জের নতুন ভবনে উদ্বোধন করেন। ছবি- নিজস্ব।

সোপোরে এনকাউন্টার : সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিরস্ত্র আসিফ-সহ শীর্ষ দু'জন লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) জঙ্গি সংগঠনের কুখ্যাত দু'জন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজনের নাম হল-আসিফউ অপর লস্কর জঙ্গির নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ তবে, দুঃসংবাদ হল-জঙ্গি নিকেশ অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় আহত হয়েছেন দু'জন পুলিশ কর্মীউ ওই দু'জন পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ সোপোরে এনকাউন্টার প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, 'সোপোরে বহু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছিল লস্কর জঙ্গি আসিফউ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় ছিল আসিফউ ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কাদের দ্বারা পোস্টার ছাপিয়ে সাধারণ নাগরিকদের হুমকি দেওয়ার কাজ করেছিল আসিফউ' ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, 'বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে, বুধবার সকালে নাকা তল্লাশি চালানো হয়উ পালিয়ে যাওয়ার সময় আসিফকে থামতে বলা হয়েছিল, কিন্তু থামা তো দূরের কথা সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে সে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেউ তখনই দু'জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন, তাঁরা এখন বিপদমুক্তউ' সাংবাদিক সম্মেলনে ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, 'জম্মুর ১০টি জেলা এখন স্বাভাবিক, খোলা রয়েছে সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং দফতরউ স্বাভাবিক ছন্দে রয়েছে লেহ এবং কার্গিলউ ৯০ শতাংশেরও বেশি এলাকা থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে, ১০০ শতাংশ টেলিফোন পরিষেবা চালু হয়েছেউ'সোপোরে এনকাউন্টার প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় বারামুল্লা জেলার সোপোরে-তে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার ভোর থেকেই নাকা তল্লাশি চালায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসপিজি) ও সুরক্ষা বাহিনীউ নাকা তল্লাশি চলাকালীন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আসিফ-সহ দু'জন শীর্ষ লস্কর জঙ্গিউ পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেনেড নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসবাদীরাউ এরপরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়উ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে আসিফ-সহ দু'জন শীর্ষ লস্কর জঙ্গিউ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সূত্রের খবর, সম্প্রতি সোপোরেতে ফল ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরাউ একই পরিবারের তিনজন সদস্যকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরাউ জঙ্গি হামলায় জখম হয়েছেন আসমা জান নামে একটি শিশুকন্যাওউ সাম্প্রতিক ওই শুটআউটের নেপথ্যে আসিফেরই হাত ছিলউ এছাড়াও সেপোরে-তে শফি আলম নামে একজন শ্রমিককে গুলি করার নেপথ্যেও হাত ছিল আসিফেরউ হিন্দুস্থান সমাচার/ রাকেশ

লোকসঙ্গীত শিল্পী কালিকাপ্রসাদের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ ১১ সেপ্টেম্বর, লোকসঙ্গীত শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ৫০ তম জন্মবার্ষিকী। বুধবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'লোকসঙ্গীত শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকীতে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য।' ১৯৭০ সালে ১১ সেপ্টেম্বর অসমের শিলচরে জন্মগ্রহণ করেন কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি লোকসঙ্গীত শিল্পীর পাশাপাশি ছিলেন ও একজন লোকসঙ্গীত গবেষকও। ১৯৯৯ সালে, তিনি উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের পল্লীগান ও লোকায়ত গানের ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে লোকগানের ব্যান্ড "দোহার" সহপ্রতিষ্ঠা করেন।

২০১৩ সালে কালিকাপ্রসাদ তার অনন্য সৃষ্টি এবং বাদ্যযন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে "সংগীত সম্মানের পুরস্কার" অর্জন করেন। ওই বছরই তিনি গুয়াহাটি ব্যতিক্রম গ্রুপ থেকে উত্তর পূর্ব পুরস্কারের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত পান। এরপর ২০১৭ সালের ৭ মার্চ, মাত্র ৪৮ বছর বয়সে, হুগলী জেলার গুরাপ গ্রামের কাছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় জীবনাবসান ঘটে তাঁর।

বাধারঘাট উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী রতন চন্দ্র দাস প্রচার র‍্যালি আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

নারদ কাণ্ড : সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহ করা হবে কণ্ঠস্বরের নমুনা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নারদ স্টিং অপারেশন কাণ্ডে ইতিমধ্যেই রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্র, পুলিশ কর্তা এসএমএস মির্জা, সাংসদ সৌগত রায়ের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা হয়েছেউ নারদ কাণ্ডে এবার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করানোর পালা কলকাতা পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরউ স্বর পরীক্ষা করানোর জন্য বুধবারই সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়উ শোভনের সঙ্গে ছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ওউ এদিনই প্রাক্তন মেয়রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার কথা তদন্তকারী অফিসারদের। বুধবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ নিজাম প্যালেসে পৌঁছন শোভন চট্টোপাধ্যায়উ তাঁর সঙ্গেই একই গাড়ি থেকে বেরোন বৈশাখীওউ নারদ-কাণ্ডে এর আগেও প্রাক্তন মেয়রকে তলব করেছিল সিবিআইউ কিন্তু, বিশেষ কারণে সেই সময় তিনি দিল্লিতে থাকায় হাজিরা দিতে পারেনিউ এরপর ৯ সেপ্টেম্বর শোভনকে ফের সমন পাঠায় সিবিআইউ ১১ সেপ্টেম্বর নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিলউ সেই মতো বুধবার সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়উ প্রসঙ্গত, এদিনই সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং নারদ কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলকেউ শুভেন্দু অধিকারীরও কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা হবে।

আমেরিকার অনুষ্ঠানে পাকিস্তানী নাগরিকের আমন্ত্রণ বিদেশ মন্ত্রকের কাছে দিলজিত দোসানজের ভিসা বাতিলের দাবি

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় একটি অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করার জন্য বিখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা ও সংগীত শিল্পী দিলজিত দোসানজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এক পাকিস্তানের নাগরিক। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার "অপরাধ"-এ জনপ্রিয় পঞ্জাবী গায়কের ভিসা বাতিল করার দাবি জানাল ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে বুধবার একটি লিখিত আবেদনে এই দাবি জানান সংগঠনের সদস্যরা। বিদেশ মন্ত্রকের কাছে দেওয়া লিখিত আবেদনে ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ-এর সদস্যরা দাবি করেছেন, 'গায়ক ও অভিনেতা দিলজিত দোসানজ, যিনি আগামী ২১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় একটি অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের নাগরিক রেহান সিদ্দিকির আমন্ত্রণে সংগীত পরিবেশন করবেন, তাঁর ভিসা বাতিল করা হোক।' সংগঠনের কর্মকর্তাদের কথায়, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্যই পাকিস্তানি শিল্পীদের বয়কট করা হয়েছে, সেখানে পাকিস্তানী নাগরিকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেশকে অপমান করেছেন গায়ক ও অভিনেতা দিলজিত। ভারতীয় সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্র জগতের ব্যক্তিত্বদের নিয়ে তৈরি এই সংগঠন শিল্পী সংগঠনের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে ভারত পাকিস্তানের উত্তপ্ত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর পাকিস্তানের হামলার নিন্দা করে পাকিস্তানের শিল্পীদের বয়কট করার আবেদন করেছে সংগঠন।

১৩ পয়সা পিছিয়ে পড়ল ভারতীয় টাকা ইউএসডি-র সাপেক্ষে টাকার দাম ৭১.৮৪

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আবারও টাকার দামে রেকর্ড পতনউ দৌড়তে দৌড়তে মার্কিন ডলারের নিরিখে ফের পিছিয়ে পড়ল ভারতীয় টাকাউ বুধবারের পতনের পর মার্কিন ডলার (ইউএসডি)-এর তুলনায় ভারতীয় টাকার দাম দাঁড়ায় ৭১.৮৪ টাকায়উ গত সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন উত্থাণের পর ফের রেকর্ড পতন হল ভারতীয় টাকারউ মার্কিন ডলারের নিরিখে বুধবার দিনের শুরুতেই ১৩ পয়সা পিছিয়ে পড়ে ভারতীয় টাকাউ এর ফলে ১৩ পয়সা কমে ভারতীয় টাকার দাম এসে দাঁড়ায় ৭১.৮৪উ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা বজায় থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

যেভাবে টাকার দাম পড়তে শুরু করেছে তাতে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছেউ রীতিমতো আশঙ্কায় রয়েছে ভারতীয় বাজারউ টাকার দাম মার্কিন ডলারের তুলনায় পড়ে যাওয়ায় বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়তে পারেউ ডলারের দাম যত বাড়বে অপরিশোধিত তেলের দামও ততই বাড়বেউ এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে ভারতের বাজারে।

মেঘাচ্ছন্ন মনোরম আবহাওয়া দিল্লিতে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সকাল থেকেই রাজধানী দিল্লির আকাশ মেঘলা। গত কয়েকদিনের মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির জেরে শহরের তাপমাত্রা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই শহর জুড়ে আকাশ আংশিক মেঘলা রয়েছে বলে জানিয়েছে দিল্লির আবহাওয়া দফতর। এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক ডিগ্রি কমে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সূত্রের খবর, দিল্লির অধিকাংশ স্থানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশি ঝড়ের সঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে একাধিক জায়গায়। বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে স্বল্প থেকে অতি স্বল্প বৃষ্টি হতে পারে বলে সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর। বিভিন্ন এলাকায় আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে স্বল্প থেকে অতি স্বল্প বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। হাওয়া অফিস সূত্রের খবর, এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৫৩ শতাংশ।

গুয়াহাটিতে 'ক্রীড়া ভারতী'র 'ভারত জাগো দৌড়', স্বামীজির শিকাগো ভাষণকে পাথেয় করার ডাক রাজ্যপালের

গুয়াহাটি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বামীজির বিশ্বজয়ের সেই সূত্রপাতের ১২৭ বছর আজ, ১১ সেপ্টেম্বর। শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে 'দ্য পার্লামেন্ট অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস-এ ভারতের তরুণ সন্ন্যাসী 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, আত্মস্থ করা; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'র যে ডাক দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়িত করতে গুয়াহাটি মহানগর 'ক্রীড়া ভারতী'-র প্রয়াসকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। আজ বুধবার পল্টনবাজারে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই)-এর ময়দানে 'ক্রীড়া ভারতী' গুয়াহাটি মহানগর আয়োজিত 'ভারত জাগো দৌড়' কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করছিলেন রাজ্যপাল।

আজ সকাল সাড়ে ছয়টায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে গুয়াহাটি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মাসুধানন্দ, সাই-এর আঞ্চলিক অধিকর্তা ড় সুভাষ বসুমতারি, প্রাক্তন অ্যাথলিট তায়াবুননেসা, ক্রীড়া ভারতী গুয়াহাটি মহানগর সমিতির সভাপতি অমল ডেকা প্রমুখ বহু নাগরিক ও ক্রীড়াপ্রেমীর উপস্থিতিতে পতাকা তুলে 'ভারত জাগো দৌড়'-এর সূচনা করেন রাজ্যপাল। এর আগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দৌড়ে অংশগ্রহণকারী প্রায় দেড় হাজার বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী ও আধাসেনা বাহিনীর জওয়ান এবং উপস্থিত নাগরিকদের উদ্দেশে স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেন রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মাসুধানন্দ। এর পর প্রধান অতিথি রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংবলিত বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে শরীরে-মনে স্বামীজির অনুপ্রেরণা নিয়ে উদ্যমের সঙ্গে সমাজ, দেশ গড়ার ডাক দিয়েছেন। রাজ্যপাল বলেন, ১৮৯৩-এর আজকের দিন ১১ সেপ্টেম্বর সুদূর আমেরিকার শিকাগোতে 'সিস্টারস অ্যান্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা' সম্বোধন করে গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর সম্বোধন শুনে উপস্থিত প্রায় সাত হাজার দর্শক-শ্রোতা দাঁড়িয়ে উঠে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল সেই তরুণ সন্ন্যাসীকে। সেই থেকে আমেরিকা-সহ বিদেশ জয় শুরু স্বামী বিবেকানন্দের। এমন প্রেরণাদায়ক সন্ন্যাসীর জন্ম কেবল ভারতেই হতে পারে। এবং এই ভারতের সন্তান আমরা। তাই আজ স্বামীজির শিকাগো ভাষণকে স্মরণীয় রাখতে এবং যে উদ্দেশ্যে ক্রীড়া ভারতী উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রতি সকলকে সমর্থন করে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

এর আগে আজকের এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বক্তব্য পেশ করেছেন আয়োজনের সংগঠক আলোক ত্রিপাঠি এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন সদস্য প্রীতম গোস্বামী। দৌড়েছেন সিআরপিএফ-এর ১২৮ ব্যাটালিয়নের এক প্ল্যাটুন জওয়ান, কয়েকটি ক্রীড়া সংগঠনের খোলেয়াড়, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, স্কাউট অ্যান্ড গাইডস-এর ক্যাডার।

হিমাচলের ২৭ তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন বন্দারু দত্তাত্রেয়, শুভেচ্ছা জয়রাম ঠাকুরের

শিমলা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের ২৭ তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রবীণ নেতা বন্দারু দত্তাত্রেয়উ বুধবার হিমাচল প্রদেশের রাজভবনে আয়োজিত গরিমাপূর্ণ সমারোহে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হিসেবে বন্দারু দত্তাত্রেয়কে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি ধরমচন্দ চৌধুরীউ এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর এবং হিমাচল প্রদেশ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাউ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতকরেন তাঁরাউ

এর আগে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন কলরাজ মিশ্রউ

ছয়ের পাতায়

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের ১২৬ বর্ষপূর্তিতে বিবেকানন্দের স্মরণে মমতা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ ১১ সেপ্টেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের কালজয়ী বক্তৃতার ১২৬ বছর পূর্ণ হল। বুধবার এই বিশেষ দিনকে উদ্দেশ্য করে স্বামীজীকে স্মরন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে কালজয়ী বক্তৃতার ১২৬তম বর্ষপূর্তি। ওঁনার বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বার্তা আজও প্রাসঙ্গিক। আজকের এই শুভ দিনে মহামানব স্বামী বিবেকানন্দকে জানাই প্রণাম।' ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা ছিল পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম হিন্দুধর্ম প্রচার।

বিবেকানন্দের প্রথম বিশ্বধর্ম মহাসভা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে উদ্বোধন হয়। এদিন বিবেকানন্দ ভারত এবং হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে তার প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতাটি হল 'আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ...' তার এ সম্ভাষণে প্রায় সাত হাজারের মত দর্শক-শ্রোতা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং হিন্দুধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচারক। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

কাবুলে মার্কিন দূতাবাসের কাছে রকেট-হামলা, ৯/১১ বর্ষপূর্তির আগেই আতঙ্ক

কাবুল, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের বিস্ফোরণে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলউ আফগানিস্তানের সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার মধ্যরাতের কিছু পরই জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কাবুলে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস চত্বরউবিস্ফোরণের পরই ধোঁয়ায় ঢেকে যায় রাতের আকাশউ মার্কিন দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রকেট-হানার কারণে কম্পাউন্ডে বিস্ফোরণ হয়েছেউ এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন রকেট-হামলার দায় স্বীকার করেনিউবিস্ফোরণে হতাহতের কোনও খবর নেই।

তালিবানের সঙ্গে ওয়াশিংটনের শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া ভেস্তে যাওয়ার পর এটাই প্রথম হামলাউ তাও আবার ৯/১১ সন্ত্রাস হামলার ১৮ তম বর্ষপূর্তির ঠিক আগেইউ প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই পৃথক দু'টি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষেরউ তাঁদের মধ্যে ছিলেন আন্তর্জাতিক ন্যাটো মিশনের দু'জন সদস্যউ হামলার দায় স্বীকার করেছিল তালিবান জঙ্গি সংগঠন।

বুধবার সিপিএম রাজধানীতে গনডেপুটেশন র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর তেরঙা উত্তোলন করাই পরবর্তী লক্ষ্য : জিতেন্দ্র সিং

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.সি.) : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ জিতেন্দ্র সিং মঙ্গলবার রাতে জানিয়েছেন যে সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য হল পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ফিরিয়ে নিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা। তিনি বলেন, মোদী সরকারের প্রথম ১০০ দিনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ৩৭০ ধারাকে বিলুপ্তি করা। এর ফলে জম্মু এবং কাশ্মীর ও লাদাখ পুরোপুরি ভাবে ভারতের সঙ্গে একীকরণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে এইটুকুতে আত্মতুষ্টিতে ভুগবে না তা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে পরবর্তী লক্ষ্য পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে তেরঙা উত্তোলন করা।

জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর কেবল মাত্র তাঁর বা একমাত্র বিজেপির দলীয় সিদ্ধান্ত নয়, এটি ভারতের সংসদে গৃহীত একটি প্রস্তাব। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র আমার বা আমার দলের প্রতিশ্রুতি নয়, এটি ১৯৯৪ সালে পি ভি নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দ্বারা গৃহীত সর্বসম্মত একটি প্রস্তাব। এটি আমাদের স্বীকৃত অবস্থান।

জিতেন্দ্র সিং বলেন, পাকিস্তান যে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির বিষয়ে ঝগড়া করেছিল তার সত্যতা পুরো বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। পাকিস্তান সংখ্যালঘুরা যে ভাল নেই তা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে খারাপ

ছয়ের পাতায়

জন্মবার্ষিকী আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের : শুভেচ্ছা বার্তা বিজেপি নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মোহন ভাগবত এমনই একটি নাম, যার কোনও পরিচয় প্রয়োজন নেইঊ তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র ষষ্ঠ প্রধানঊ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের জন্মদিনে (১১ সেপ্টেম্বর, বুধবার) তাঁকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানালেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি নেতারাঊ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, জি কিষাণ রেড্ডি, ডা. কে লক্ষ্মণ, কিরেণ রিজিজু ও সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রমুখ।

আরএসএস প্রধানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তায় মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, 'ভারত মাতার সেবক, লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের প্রেরণাস্রোত আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহন ভাগবতকে জন্মদিনের হার্দিক শুভ কামনাঊ আপনি সর্বদা সুস্থ থাকুন এবং আমাদের সকলকে মার্গদর্শন করুন, এটাই ঈশ্বরের কাছে কামনা করিঊ' শুভেচ্ছা বার্তায় জি কিষেণ রেড্ডি জানিয়েছেন, 'জন্মদিনে ডা. মোহন ভাগবতকে শুভেচ্ছাঊ' কিরেণ রিজিজু শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, 'পূজনিয়া সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহন ভাগবতকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাঊ মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত আপনার জীবন, আপনার মতো সন্তানের জন্য গর্বিত ভারতঊ আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিঊ' প্রবীণ বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয় জানিয়েছেন, 'নিঃস্বার্থ সেবার জন্য প্রসিদ্ধ বিশ্বের সবথেকে বড় সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘর সরসঙ্ঘচালক এবং লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের প্রেরণাস্রোত শ্রী মোহন ভাগবতকে জন্মদিবসের শুভকামনা।

১৯৫০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন মধুকর ভাগবতঊ মোহন ভাগবতের বাবা মধুকর রাও ভাগবত চন্দ্রপুর জোনের কার্য্যবহ ছিলেন, পরে তিনি গুজরাটে আরএসএস-এর প্রান্ত প্রচারক হনঊ তাঁর মা মালতীদেবী আরএসএস-এর মহিলা শাখার সদস্য ছিলেন।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর তেরঙা উত্তোলন করাই পরবর্তী লক্ষ্য : জিতেন্দ্র সি

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.সি.) : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ জিতেন্দ্র সিং মঙ্গলবার রাতে জানিয়েছেন যে সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য হল পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ফিরিয়ে নিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা। তিনি বলেন, মোদী সরকারের প্রথম ১০০ দিনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ৩৭০ ধারাকে বিলুপ্তি করা। এর ফলে জম্মু এবং কাশ্মীর ও লাদাখ পুরোপুরি ভাবে ভারতের সঙ্গে একীকরণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে এইটুকুতে আত্মতুষ্টিতে ভুগবে না তা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে পরবর্তী লক্ষ্য পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে তেরঙা উত্তোলন করা।

জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর কেবল মাত্র তাঁর বা একমাত্র বিজেপির দলীয় সিদ্ধান্ত নয়, এটি ভারতের সংসদে গৃহীত একটি প্রস্তাব। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র আমার বা আমার দলের প্রতিশ্রুতি নয়, এটি ১৯৯৪ সালে পি ভি নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দ্বারা গৃহীত সর্বসম্মত একটি প্রস্তাব। এটি আমাদের স্বীকৃত অবস্থান।

জিতেন্দ্র সিং বলেন, পাকিস্তান যে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির বিষয়ে ঝগড়া করেছিল তার সত্যতা পুরো বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। পাকিস্তান সংখ্যালঘুরা যে ভাল নেই তা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হিন্দু বোন ও মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতে সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

কাশ্মীর ইস্যুতে তিনি বলেছিলেন যে এখানে সন্ত্রাসবাদ এখন কয়েক দিনের জন্য অতিথি। সীমান্তের অভ্যন্তরে ওপারে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হওয়া অবধি এটি অব্যাহত থাকবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চন্দ্রবাবু নাইডুর

আটের পাতার পর

পড়েছিলেন লোকেশ, এরপরই তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়ঊ

জগন্মোহন রেড্ডির সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ ও অভিযোগ তুলে 'চলো আত্মাকুর' মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডুঊ সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বাড়িতেই অনশন করার কথা ছিল তাঁরঊ তার আগেই নাইডুকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়ঊ নাইডুর ছেলে নারা লোকেশকেও গৃহবন্দি করা হয়ঊ বেশ কয়েকটি জায়গায় ১৪৪ ধারাও জারি করা হয়েছিলঊ নারাসারাওপেটা, সাত্তেনাপালে, পালাড্ডু, গুরাজালায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলঊ অন্ধ্রপ্রদেশের ডিজিপি জি স্বয়ং জানিয়েছেন, উত্তেজনা সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার কারণেই প্রতিরোধমূলক (প্রিভেনটিভ) হেফাজতে নেওয়া হয় চন্দ্রবাবু নাইডুকেঊ হিন্দুস্থান সমাচার/ রাকেশ

জগন্মোহন রেড্ডি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক, গৃহবন্দি চন্দ্রবাবু নাইডু ও লোকেশ

অমরাবতী ও বিজয়ওয়াড়া, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের জগন্মোহন রেড্ডির সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডুঊ ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এন চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, "মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে এই সরকারঊ এই সরকারকে আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছিঊ পুলিশকেও আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছিঊ আপনারা এমন ধরনের রাজনৈতিক খেলা খেলতে পারেন নাঊ গ্রেফতার করে আমাদের থামিয়ে দেওয়া যাবে নাঊ তাঁরা যখনই আমাদের অনুমতি দেবে, তখনই 'চলো আত্মাকুর' মিছিল শুরু হবেঊ'

টিডিপি কর্মীদের হুমকি ও রাজনৈতিক হিংসা এবং খুনের প্রতিবাদে জগন্মোহন রেড্ডি সরকারের বিরুদ্ধে বুধবার 'চলো আত্মাকুর' মহা মিছিলের আয়োজন করেছিল টিডিপিঊ সেই আন্দোলন সামাল দিতেই আগেভাগে আটক ও গৃহবন্দি করা হয় এন চন্দ্রবাবু নাইডু, তাঁর ছেলে নারা লোকেশ, টিডিপি নেত্রী ভূমা অখিলা প্রিয়া ও প্রাক্তন টিডিপি বিধায়ক টি সৌম্য ও টিডিপি এমএলসি ওয়াই ভি বি রাজেন্দ্র প্রসাদ-সহ বহু টিডিপি নেতা-কর্মীকেঊ অমরাবতীর বাড়িতেই গৃহবন্দি করে রাখা হয় এন চন্দ্রবাবু নাইডুকে, তাঁর ছেলে নারা লোকেশকেও গৃহবন্দি করে রাখা হয়ঊ বিজয়ওয়াড়ায় নোভোটেল হোটেলে আটকে রাখা হয় অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা টিডিপি নেত্রী ভূমা অখিলা প্রিয়াকেঊ কৃষ্ণা জেলার নন্দিগামা টাউনে গৃহবন্দি করে রাখা হয় টিডিপি বিধায়ক সৌম্যকে, কৃষ্ণা জেলার ইউরুতে গৃহবন্দি করে রাখা হয় টিডিপি এমএলসি ওয়াই ভি বি রাজন্দ্রে প্রসাদকেঊ

গৃহবন্দি ও আটকের প্রেক্ষিতে জগন্মোহন রেড্ডি সরকারকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছেন, "মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে এই সরকারঊ এই সরকারকে আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছিঊ পুলিশকেও আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছিঊ আপনারা এমন ধরনের রাজনৈতিক খেলা খেলতে পারেন নাঊ গ্রেফতার করে আমাদের থামিয়ে দেওয়া যাবে নাঊ তাঁরা যখনই আমাদের অনুমতি দেবে, তখনই 'চলো আত্মাকুর' মিছিল শুরু হবেঊ' প্রিভেনটিভ হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও, এদিন বাড়ি থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেন টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডুঊ তখনই অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির প্রধান গেট বন্ধ করে দেয় পুলিশঊ

টিডিপি নেতা-কর্মীদের গৃহবন্দি করে রাখার প্রেক্ষিতে নাইডুর ছেলে নারা লোকেশ বলেছেন, 'একনায়কতন্ত্র চলছে, অগণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের আটকানো হয়েছেঊ টিডিপি নেতা-কর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছেঊ ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির বিধায়করা প্রকাশ্যেই আমাদের হুমকি দিচ্ছে, বলছে পুলিশ তাঁদের পাশে আছেঊ' নারা লোকেশ আরও বলেছেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশে আমাদের দলের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে শাসকদলঊ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা সমস্ত কার্যক্রম করছিলাম, অথচ আমাদের নেতৃত্বেকে গৃহবন্দি করা হয়েছেঊ গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছেঊ' প্রসঙ্গত, এদিন সকালে পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন লোকেশ, এরপরই তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়ঊ

জগন্মোহন রেড্ডির সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ ও অভিযোগ তুলে 'চলো আত্মাকুর' মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডুঊ সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বাড়িতেই অনশন করার কথা ছিল তাঁরঊ তার আগেই নাইডুকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়ঊ নাইডুর ছেলে নারা লোকেশকেও গৃহবন্দি করা হয়।

জয়রাম ঠাকুরের

পাচের পাতার পর

কলরাজ মিশ্রের স্থলাভিষিক্ত হলেন বন্দারু দত্তাত্রেয়ঊ রাজস্থানের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন কলরাম মিশ্রঊ ২০১৪ সাল থেকে সেকেন্দ্রাবাদের সাংসদ (লোকসভা) ছিলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা বন্দারু দত্তাত্রেয়ঊ দ্বিতীয় বাজপেয়ী সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন তিনিঊ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন পূর্বতন নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলেও।

জিতেন্দ্র সিং

পাচের পাতার পর

ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হিন্দু বোন ও মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতে সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

কাশ্মীর ইস্যুতে তিনি বলেছিলেন যে এখানে সন্ত্রাসবাদ এখন কয়েক দিনের জন্য অতিথি। সীমান্তের অভ্যন্তরে ওপারে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হওয়া অবধি এটি অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান থেকে গুলি চালানো এড়াতে সীমান্ত অঞ্চলে রান্নাঘর ও টয়লেট রয়েছে এমন ভাল বাঙ্কার তৈরি করা হচ্ছে।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক হচ্ছে তা স্পষ্ট করে দিয়ে জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ এখন কাশ্মীরে কিছু দিনের অতিথি। ভেতরে এবং সীমান্তের ওপারে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াই চলছে। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন, বিগত ৭২ বছরে কংগ্রেস যা করে দেখাতে পারেনি তা তিন মাসের মধ্যে করে দেখিয়েছে।

মইনুলের জামিন

তিনের পাতার পর

সরকারবিরোধী জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হওয়ার মধ্যে গত বছরের ১৬ অক্টোবর এক টিভি আলোচনা অনুষ্ঠানে সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টিকে 'চরিত্রহীন' বলে সমালোচনার মুখে পড়েন মইনুল।ওই ঘটনায় দেশজুড়ে তার বিরুদ্ধে দুই ডজনের মতো মামলা হয়; ঢাকায় মাসুদা ভাট্টি নিজে এই মামলা করেন; তবে তার মধ্যেই মাসুদা ভাট্টিকে ফোন করে ক্ষমা চেয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী।

জেলায় জেলায় মামলা হওয়ার পর গত বছরের ২২ অক্টোবর ব্যারিস্টার মইনুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে গত ১৪ জানুয়ারি কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন মইনুল।মাসুদা ভাট্টির করা এ মামলায় হাই কোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর মইনুল সেই জামিননামা ঢাকার জজ আদালতে দাখিল করেছিলেন। কিন্তু হাই কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করলে আপিল বিভাগ গত ২১ অগাস্ট এক আদেশে ১৫ দিনের মধ্যে মইনুলকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলে।সে নির্দেশ অনুযায়ী তিনি গত ৩ সেপ্টেম্বর বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তা নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

রাঙ্গাঁ

তিনের পাতার পর

আজকে অনেকে অনেক কথা বলেন। নানা তামাশা দেখছি। ফেইসবুক খুললে দেখি, নানা জনের নানা পরামর্শ। তবে আমি এদের ঠিক করে যাব, ঠিক করতে এসেছি আমি।সভায় ভ্যেনু না পাওয়ায় জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল পিছিয়ে ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানান দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদের। জাতীয় ছাত্র সমাজ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক মো. জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, আদেলুর রহমান আদেল ও রেজাউল ইসলাম বক্তব্য দেন।

ফারুকের চেন্নাই সফর নিয়ে শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়ের ভাইকোর

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ন্যাশনাল কনফারেন্সের বর্ষীয়ান নেতা ফারুক আবদুল্লা যাতে চেন্নাই সফরে আসতে পারেন সেই জন্য বুধবার সুপ্রিম কোর্টে হেভিয়াস কর্পাস পিটিশন দায়ের করল এমডিএমকে সুপ্রিমো ভাইকো।

দেশের শীর্ষ আদালতে দায়ের করা নিজের পিটিশনে ভাইকো জানিয়েছেন বিগত এক মাস ধরে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে ফারুক আবদুল্লাকে। ১৫ সেপ্টেম্বর চেন্নাইতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি এন আন্নাদুরাইয়ের ১১১ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনে যোগ দেওয়ার কথা ফারুকের। কিন্তু ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি হওয়ার পর গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে তাঁকে। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও প্রকার যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে ফারুক আবদুল্লাকে যাতে চেন্নাই আসতে দেওয়া হয় সেই আর্জি করেন ভাইকো।

এই হেভিয়াস কর্পাস পিটিশন অনুযায়ী গ্রেফতার হওয়া কোনও ব্যক্তিকে আদালতের সমনে উপস্থিত করতে হবে। বিশেষ করে তাঁর মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য এই পিটিশন দায়ের করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে ফারুক আবদুল্লার পাশাপাশি ওমর আবদুল্লা, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দি রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন পি কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে প্রকাশিত একটি নির্দেশ অনুসারে বুধবার মন্ত্রিপরিষদের প্রাক্তন সচিব পি কে সিনহা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। গত মাসেই প্রধানমন্ত্রীর অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) পদে নিয়োগ করা হয়েছিল পি কে সিনহা-কে।

এদিন প্রকাশিত ওই নির্দেশ অনুযায়ী, মন্ত্রিপরিষদের নিয়োগ কমিটি (এসিসি) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ওএসডি পদে কর্মরত পি কে সিনহা-কে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, বুধবার থেকে কার্যকরভাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা পদে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদনের পর এদিনই প্রধানমন্ত্রীর দফতরে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন পি কে সিনহা।

কমল নাথ সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ বিজেপি

ভোপাল(মধ্যপ্রদেশ), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ সরকারের বিরুদ্ধে গোটা মধ্যপ্রদেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। পুলিশের হাতে গ্রেফতার রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাকেশ সিং। এছাড়া গ্রেফতার বহু বিজেপি নেতা ও কর্মী।

এই বিক্ষোভ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাকেশ সিং জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশবাসীর ন্যায়ের দাবিতে এই বিক্ষোভ। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিজেপিকর্মী ও সমর্থকেরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। রাজ্যে কৃষকদের ঋণ মকুব এখনও করা হয়নি। বেকার যুবকযুবতীদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে বিদ্যুতের মাসুল দিনকে দিন বাড়িয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। ভাল সড়ক ব্যবস্থার জন্য দেশজুড়ে খ্যাতি ছিল মধ্যপ্রদেশের। কিন্তু এখন রাস্তাগুলির অবস্থা একেবারে বেহাল।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শ্যামল দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. নির্মল ভদ্র। স্বাগত ভাষণ দেন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী স্বেতা দেবরায়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

পরবর্তী সময়ে অধ্যক্ষ অমিয় পাল এর হস্তক্ষেপে উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এবং ধৃত যুবককে ছাত্রদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উনি উনার কক্ষে নিয়ে বসান। শেষে অধ্যক্ষ খোয়াই থানায় খবর পাঠালে পুলিশ এসে ধৃত যুবককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

● প্রথম পাতার পর

প্রশ্নেরও সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দোষ প্রমাণিত হলে তার যে কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে তাতে কোন প্রকার সংশয় নেই আইনজ্ঞদের। বৃহস্পতিবারই বোধিসত্ত্ব খুনের মামলায় ধৃত চার অভিযুক্তকে জেল হাজত শেষে ফের আদালতে তোলা হবে।

নাবালিকার

● প্রথম পাতার পর

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাকে। তার এক প্রতিবেশী মহিলা সেখান থেকে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। গতকাল বাবা-মাকে কিছু জানায়নি ওই নাবালিকা।

কিন্তু আজ সকালে সৎমা তাকে মনমরা হয়ে থাকার পেছনে কারণ জানতে চাওয়ায় শ্লীলতাহানির ঘটনা তুলে ধরে নাবালিকা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধর্মনগর মহিলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিবেশী লক্ষ্মীতাঁতি নাথের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারা এবং পক্সো আইনের ৮ ধারা মোতাবেক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, স্থানীয় জনগণ এই ঘটনা জানতে পেরে লক্ষ্মীতাঁতিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

আটের পাতার পর

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধানসভায় বিজেপি-র মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, উপ-সভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশিস তলাপাত্র, বিচারপতি অরিন্দম লোধ, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নবনির্মিত এই ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। তিনি জানান, খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের নির্মাণ কাজ সময়মতো শেষ করার ক্ষেত্রে খোয়াই জেলা প্রশাসন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। জেলা প্রশাসনের এই ভূমিকার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি পিকে দত্ত। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস নাথ। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান শিবির

আটের পাতার পর

চন্দন সাহা, কুমারঘাটের এসডিপিও গমনজয় রিয়াং, সহ আরও অনেকে। শিবিরে এসপি লাকি চৌহান, জেলার দুই এসডিপিও চন্দন সাহা ও গমনজয় রিয়াং, কৈলাসহর থানার ওসি দেবাশিস সাহা, পেঁচারথল থানার ওসি জাহাঙ্গির হোসেন, ইরানি থানার ওসি আলমগীর হোসেন, কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি অপর্না দেবনাথ সহ জেলার অন্যান্য পুলিশ কর্মী মিলে মোট চল্লিশজন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরে এসপি লাকি চৌহান রক্তদান করে সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে বলেন পুলিশ সমাজের সব অংশের মানুষের বন্ধু সেটা আজ আবারও প্রমাণ হল ঊনকোটি জেলা পুলিশের স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে।

আগামীদিনেও এমন উদ্যোগ জারি থাকবে বলে জানান। এধরণের সামাজিক কাজকর্মে সমাজের সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আয়ুষ্মান ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্ড থাকলে একজন গরিব মানুষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সহায়তার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিমার টাকা পাবেন। চিকিৎসা প্যাকেজের পর বাড়তি টাকা স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যায়। তাঁর মতে, হাসপাতালে ন্যূনতম রেজিস্ট্রেশন ফি চালু হলে রোগীর প্রকৃত তথ্য যেমন জানা যাবে তেমনি রোগীর ক্যাটাগরি চিহ্নিত হলে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতিও হ্রাস পাবে। প্রকৃত কতজন রোগী হাসপাতালের খাবার খেলেন বা খাবারের জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসাবেও স্বচ্ছতা থাকবে।

এদিন তিনি বলেন, হাসপাতালের ফি বৃদ্ধির বিষয়টি এখনও কার্যকর হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে, সেগুলিকে সংশোধন করে চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সার্বিক ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে এবং এনএইচএম-এর বিভিন্ন সুবিধাদি যুক্ত করেই নতুনভাবে তা কার্যকর করা হবে যাতে কোনওভাবেই রাজ্যের গরিব অংশের মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন, দৃঢ়তার সাথে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আজ ঘোষণা করেন, আয়ুষ্মান ত্রিপুরা প্রকল্প চালু করতে যাচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। রাজ্য সরকারের নতুন এই প্রকল্পে ৮৪ হাজার গরিব পরিবারের ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার লোক সরাসরি উপকৃত হবেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, রাজ্য সরকার গরিব জনগণের উন্নতিকল্পে সম্পর্ণভাবে দায়বদ্ধ। কোনওভাবেই যাতে রাজ্যের গরিব অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হন সরকার সেই দিশা নিয়েই কাজ করছে। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ রাজ্যের গরিব জনগণের জন্য। তাঁর দাবি, ওই ৮৪ হাজার পরিবার পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন। তাই, তাঁদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ঠাঁই হয়নি।

জিবিপি হাসপাতালে জনৈক পরেশ মদকের মৃত্যু সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারের যে বিধি এখনও চালু হয়নি আর এর ফলে মদকের মৃত্যু হয়েছে এ-ধরনের প্রচার সঠিক নয়। অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগে তার উচ্চ রক্তচাপ ছিল। ফলে তাঁকে অ্যানেসথেশিয়া করা যায়নি।

শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে শ্রমিক ছাঁটাই চলছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্য সরকার নানাভাবে কর চাপাচ্ছে। হাসপাতালে চিকিৎসা কর চাপানো হচ্ছে। মানুষকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হচ্ছে বলেও সিটু্য নেতা অভিযোগ এনেছেন।

ডেপুটেশনে প্রদেয় দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - চরম শ্রম স্বার্থ বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শ্রম আইন সংশোধনী বাতিল করতে হবে। মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাজুয্য রেখে বর্ধিত হারে পূজা বোনাস-এক্সগ্রেসিয়া শারদোৎসবের ১৫দিন আগে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাজুয্য রেখে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। ৬মাস অন্তর ভিডিএ'র বৃদ্ধি ঘোষণা করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ছাঁটাইকৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনর্বহাল করতে হবে। চা শ্রমিকদের বর্ধিত মজুরি কার্যকরী করতে হবে। রিক্সা, বিড়ি ও নির্মাণ শ্রমিক প্রকল্পের ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও আর্থিক সাহায্য নিয়ে তালবাহানা বন্ধ করতে হবে। রেগা ও টুয়েপে ৩৪০ টাকা মজুরি দিতে হবে। সকল প্রকার বর্ধিত কর প্রত্যাহার করতে হবে। হাসপাতালে অমানবিক কর চাপানো বন্ধ কর। বিনা চিকিৎসায় মৃত পরেশ মোদকের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও সরকারি কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পশুর বেস প্রদানের মাধ্যমে তাদের কানে ট্যাগ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে পশুপালন ও অন্যান্য ব্যবসায়িক ভূমিকাও রয়েছে। তা পশুপালন, মাছ চাষ বা মৌমাছি পালন, এগুলিতে বিনিয়োগ করলে বেশি আয় হয়। এ জন্য, গত ৫ বছরে, আমরা কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিকল্পে একটি নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছি। ভারতের দুগ্ধ ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করতে আমাদের নতুন প্রযুক্তি দরকার। এই উদ্ভাবনগুলি আমাদের গ্রামীণ সমাজ থেকেও আসা উচিত, এ কারণেই আমি আজই স্টার্টআপ গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ শুরু করছি। আমাদের সমাধান পেতে হবে কীভাবে সবুজ চারণের সঠিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়, তাদের পুষ্টিকর খাবার কীভাবে পাওয়া উচিত? এই নতুন পদ্ধতির ফলস্বরূপ যে ৫ বছরের মধ্যে দুধের উৎপাদন প্রায় সাত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক, গবাদিপশু পালনকারীদের আয়ে প্রায় ১৩ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি দেশের প্রতিটি গ্রামে কর্মরত প্রতিটি স্বনির্ভর গ্রুপ থেকে, সামাজিক সংগঠন, যুব গোষ্ঠী, মহিলা ক্লাব, স্কুল ও কলেজ, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি সংস্থার প্রতিটি ব্যক্তি থেকে চ্যালেঞ্জের যোগদানের জন্য অনুরোধ করছি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলির সঙ্গে জড়িত রয়েছে জলসঙ্কট। জলসঙ্কটের সমাধান হ'ল জল মিশন। এই মিশনের আওতায় প্রতিটি বাড়িতে জল সংরক্ষণ ও জল সরবরাহের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ ও কৃষকরা এর থেকে বড় সুবিধা পাবে। এতে মা ও বোনরাও সুবিধা পাবে। গবাদি পশু ও স্বাস্থ্যের মান বিভিন্ন ধরণের দুগ্ধজাত পণ্যের প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দুগ্ধ পশুর গুণমানের জন্য প্রথমে জাতীয় গোকুল মিশন শুরু হয়েছিল এবং এ বছর দেশের পশুর যথাযথ যত্নের জন্য কামধেনু কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে বর্জ্য থেকে কেবল কাঞ্চনের চিন্তাভাবনাই আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করবে। আমাদের অভ্যাস বদলাতে হবে। বাজারে কিছু কিনতে গেলে অবশ্যই সঙ্গে ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এই বছরের ২ অক্টোবরের মধ্যে বাড়ি, অফিস, কর্মস্থলগুলিকে একক ব্যবহারের প্লাস্টিকমুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। পরিচ্ছন্নতার পরিষেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি আমাদের অভ্যাসেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে যখনই আমরা বাজারে কিছু কিনতে যাই, আমাদের অবশ্যই কাপড় বা চটের ব্যাগ নিয়ে যেতে হবে।

এসপিওরা

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, অন্যান্য পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের মতো নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করলেও, তারা সমবেতন কিংবা ন্যায্য বেতন পাচ্ছে না। পুলিশ কর্মীরা ১২ মাসে ১৩ মাসের বেতনভাতা পাচ্ছে। কিন্তু এসপিও জওয়ানরা তাও পাচ্ছে না। ফলে স্বল্প বেতনে, পরিবার প্রতিপালন করা এসপিও জওয়ানদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এসপিও জওয়ানরা এসব বিষয় নিয়ে, আগাম অনুমতি নিয়ে বুধবার রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ে আইজি আইনশৃঙ্খলা ক্ষত্রজয় ত্রিপুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। আইজি ক্ষত্রজয় ত্রিপুরা এসব বিষয় নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজ্যে জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

১,৭৯৫টি মামলা, এমএসিটি মামলা ১৮৩টি (হাইকোর্ট-সহ), আপসযোগ্য বিরোধের ১৩৩টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১৪১টি মামলা, এনআই অ্যাক্টের ৪৮টি মামলা, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৪-টি মামলা নিস্পত্তির জন্য তোলা হবে।

বিচারক এস শর্মা রায় বলেন, ইতিমধ্যে মামলার পক্ষা-পক্ষকে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে। আদালতগুলিতে মামলার পক্ষা-পক্ষকে সহযোগিতা করতে আধা আইনি স্বেচ্ছাসেবকরা (পিএলভি) থাকবেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। এর সঙ্গে আবেদন করা হচ্ছে, মামলার বিষয়ে কোনও নথি কারও নিযুক্ত আইনজীবীদের মাধ্যমে আগে জমা করে না থাকলে, লোক আদালতে উপস্থিত হওয়ার সময় তা সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে, যোগ করেন তিনি।

খেলা

গোল করতে উঠে গোল খেয়ে একদিন ভিলেন হয়েছিলেন এই গুরপ্রীতই

প্রায় সাত বছর আগের এক ম্যাচ গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুকে খলনায়ক বানিয়ে দিয়েছিল। সে দিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে মাথা নিচু করে ফিরতে হয়েছিল পঞ্জাবতনয়কে। আই লিগের সেই ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে খেলার একেবারে শেষ লগ্নে গোল করার জন্য গুরপ্রীত পৌঁছে গিয়েছিলেন বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে।তার পর অন্য দৃশ্য দেখেছিল যুবভারতী। একটা লুজ বল ধরে কেন ভিনসেন্ট সাপের মতো এঁকেবেঁকে দৌড়তে দৌড়তে লাল-হলুদের জাল কাঁপিয়ে দেন। ইউনাইটেড স্পোর্টসের ভিনসেন্টকে ধরার মরিয়া একটা চেষ্টা করেছিলেন গুরপ্রীত। কিন্তু, তাঁর নাগাল পাননি। ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি বক্সের ভিতরে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল হতাশ গুরপ্রীতকে। তাঁকে লক্ষ্য করে গ্যালারি থেকে উন্মত্ত লাল-হলুদ সমর্থকদের তীব্র কটাক্ষ উড়ে এসেছিল।সেই ঘটনার পরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। নরওয়ের ক্লাবে তিন বছর থেকে গুরপ্রীত নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন অন্য এক উচ্চতায়। ভিনসেন্টও ভারত ছেড়ে এখন খেলেন তাইল্যান্ডের ক্লাবে। বুধবার ইউনাইটেড স্পোর্টসের প্রাক্তন স্ট্রাইকার ভিনসেন্ট আনন্দবাজারকে বলেন, ""গুরপ্রীতকে অভিনন্দন। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনকারী পর্বের ম্যাচে নিজেকে দারুণ ভাবে প্রতিষ্ঠা করল ও। কাতারের মতো দলকে ও একাই রুখে দিয়েছে। এগিয়ে চল বন্ধু।""এই লড়াইয়ের তুলনা হয় না, টুইট সুনীলেরনায়ক গুরপ্রীত, সেরা অঘটন ঘটিয়ে কাতারকে আটকে দিল ভারতমঙ্গলবার কাতারের মাঠে অতীতের সব ভুল-ত্রুটি, কেরিয়ারের কালো দাগঅদৃশ্য কোনও ইরেজার দিয়ে যেন মুছে দিলেন গুরপ্রীত। কাতারের ''গোলাবর্ষণ'' বুক চিতিয়ে বাঁচালেন। ভারতের বারের নীচে তিনি যেন হয়ে উঠেছিলেন ''নীলকণ্ঠ''। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন কাতারের সব বিষ তিনি প্রায় একাই শুষে নেন। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের গোল লক্ষ্য করে ২৭টা শট নিয়েছিল কাতার। গুরপ্রীতকে পরাস্ত করা য়ায়নি। খেলার শেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুরপ্রীতকে নিয়ে দারুণ চর্চা। ভারতের গোলকিপার টুইট করেন, ''এই রাত ভোলার নয়। দলের প্রত্যেকেই ইচ্ছাশক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। এই পারফরম্যান্স একটা দল হিসেবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে দেশের নামও উজ্জ্বল করবে।''খেলার শেষে গুরপ্রীতকে আদর সতীর্থের।গুরপ্রীত সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে অতীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত ট্রেভর জেমস মর্গ্যানের চোখ-মুখ। ইস্টবেঙ্গলের কোচ থাকার সময়ে তরুণ গোলকিপারকে নিয়ে প্রায়ই কটু প্রশ্ন উড়ে আসত সাহেব কোচের দিকে। মর্গ্যান বলতেন, ""ওর পাশে থাকুন। ওর মধ্যে দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।"" লাল-হলুদ-এ সেই সময়ে হয়তো চাপ অনুভব করতেন গুরপ্রীতও। মুখে কিছু বলতেন না তিনি। এক বার কল্যাণীর মাঠে সেই ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছেই হতশ্রী গোল হজম করে বসেন জাতীয় দলের গোলকিপার। প্রায় মাঝমাঠ থেকে শট নিয়েছিলেন কোস্তারিকার বিশ্বকাপার কার্লোস হার্নান্দেজ। অদ্ভুত ভাবে গোল খেয়েছিলেন গুরপ্রীত। লাল-হলুদের ডিফেন্ডার গুরবিন্দর সিংহ বলেছিলেন, ""বল মাটিতে পড়ে স্পিন করে যে গোলে ঢোকে, এমন দৃশ্য এর আগে দেখিনি।"" এর পরেও সাহেব কোচ ও এশিয়ান অল-স্টার খ্যাত গোলকিপার অতনু ভট্টাচার্য পঞ্জাবতনয়ের উপরে আস্থা হারাননি। লাল-হলুদ-এর গোলকিপার কোচ অতনু বলতেন, ""গুরপ্রীতের যা উচ্চতা, তাতে যে কোনও কোচই ওকে গোলরক্ষার দায়িত্ব দেবেন।""কাতারের বিরুদ্ধে প্রাক্তন ছাত্রের উজ্জীবিত পারফরম্যান্সের পরে মর্গ্যান বলছেন, ""গুরপ্রীতের জন্য আমি খুশি। ও প্র্যাকটিসের সময়ে কঠিন অনুশীলন করত। ওর ইতিবাচক মানসিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"" গুরপ্রীতের উপরে কখনও আস্থা হারাননি মর্গ্যান। গোটা দেশের শ্বাসপ্রশ্বাসে এখন শুধুই গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু। গোলে গুরপ্রীত মানেই দেশ নিরাপদ।

শহরে এসে ধোনি প্রেমের কথা জানালেন পন্থ

ভাতয়ের তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম। এমনকি তাঁকে মহেন্দ্র সিং ধোনির উত্তরসূরীও বলা হয়। তিনি ঋষভ পন্থ। যাঁকে মূলত, উইকেটের পেছনে বা ব্যাট হাতে ভারতকে সঙ্গত দিতে দেখা যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক অন্য অবতারে দেখা গেল কোহলি ব্রিগেডের এই তরুণ তুর্কিকে। ''হিমালয়া''-র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দেখা যাবে এবার পন্থকে। তারই এক ''হেয়ার ক্রিম''-এর উদ্বোধনে এদিন শহরে পা রাখেন তিনি। রবীন্দ্র সদনে ''হিমালয়া''-র এক রিটেল স্টোরে এই প্রোডাক্টের উদ্বোধন হয়।

তবে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে রবিবার আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নিয়ে কথা বলতে ভোলেননি পন্থ। তবে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন। তিনি ধোনিকে ভালবাসার কথা অকপটে জানিয়েছেন।ঋষভ ''হিমালয়া''-র নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে বলেন, ''হিমালয়ার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট হতে পেরে খুব ভাল লাগছে। সকলকে বলব, যাতে সকলে এই নতুন ''হেয়ার ক্রিম' ব্যবহার করে।'' ধোনি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''ধোনি ভাইকে আমি ভালবাসি। অনেকে আমায় তাঁর সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু আমি কোনও তুলনায় যেতে চাই না। আমি ওনাকে অনুসরণ করে নিজের সেরাটা দিতে চাই।''এখানেই থামেননি পন্থ। তাঁর আরও সংযোজন, ''দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের জন্য আমরা প্রস্তুত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলাটা দেশের বাইরে ছিল। এটা হোম সিরিজ। প্রস্তুতিও বেশ ভাল। দেশের মাটিতে খেলার একটা সুবিধা থাকবে। আশা করছি, জয় আমাদের হবে।'' এভাবেই এদিন অকপটে কথা বলেন ঋষভ।

দাদার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা হার্দিকের

টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররা এখন নেট সেশনে ব্যস্ত। সামনের রোববার থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ। তার আগে এখন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা এখন নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন। ধরমশালায় হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। তার আগে নেট সেশনে দেখা গেল পান্ডিয়া ব্রাদার্স-কে। ক্রুনাল পান্ডিয়া বোলিং করলেন আর হার্দিক ব্যাটিং প্র্যাকটিস করছিলেন। কিন্তু পান্ডিয়া বনাম পান্ডিয়ার লড়াইয়ের শেষে হার্দিককে ক্ষমা চেয়ে নিতে হল ক্রুনালের কাছে! কী এমন হল!পা দিয়ে ছবি আঁকেন! এমনই এক ভক্তের সঙ্গে বিশেষ উতব পালন করলেন সচিন তেন্ডুলকরপ্রতিটা শটে হার্দিক বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি ছন্দে রয়েছেন! বিশেষ করে ক্রুনালের স্পিন খেলতে একবারের জন্যও হার্দিককে কোনও সমস্যায় পড়তে হল না। উল্টে ক্রুনালকে বেশ কয়েকটি বড় শটে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ফর্মে রয়েছেন।

জেতার আনন্দে "লুঙ্গি ডান্স" করলেন শাহরুখ খান, সঙ্গ দিলেন ক্যারিবিয়ান তারকা

নিজস্ব প্রতিবেদন : টানা তিনটে ম্যাচ জিতেছে তাঁর দল। আনন্দে লুঙ্গি ডান্স করলেন দলের মালিক শাহরুখ খান। আর তাঁকে মনের আনন্দে নাচতে দেখে এগিয়ে এলেন ক্যারিবিয়ান তারকা ডিজে ব্রাভো। তার পর তিনিও পাল্লা দিয়ে নাচতে শুরু করলেন কিং খানের সঙ্গে। শাহরুখ-ব্রাভোর সেই নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল হল মুহূর্তে। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে শাহরুখের দল ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স দুরন্ত পারফর্ম করছে। প্রথম তিন ম্যাচেই জয় পেয়েছে তাঁর দল। ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স এখন লিগ টেবিলের দুই নম্বরে।পান্ডিয়া বনাম পান্ডিয়া লড়াই! দাদার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা হার্দিকেরকায়রন পোলার্ডের নেতৃত্বাধীন ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স চলতি মরশুমে পর পর তিনটি জয় তুলে নিয়েছে। এর পরই দলের সবাইকে নিয়ে বোর্ট পার্টিতে মেতেছিলেন কিং খান। সেখানেই তিনি লুঙ্গি ডান্স করলেন। এদিনের বোর্ট পার্টিতে কিছু ক্রিকেট তারকা পরিবারের লোকজনদের নিয়েও এসেছিলেন। তাঁরা সবাই শাহরুখের সেই নাচ দারুণ উপভোগ করলেন। এর পরই দলের সবাইকে নিয়ে বোর্ট পার্টিতে মেতেছিলেন কিং খান। সেখানেই তিনি লুঙ্গি ডান্স করলেন।

এদিনের বোর্ট পার্টিতে কিছু ক্রিকেট তারকা পরিবারের লোকজনদের নিয়েও এসেছিলেন। তাঁরা সবাই শাহরুখের সেই নাচ দারুণ উপভোগ করলেন। আর শাহরুখের সঙ্গে নাচের আসর জমিয়ে দিলেন ডোয়েন ব্রাভো।পা দিয়ে ছবি আঁকেন! এমনই এক ভক্তের সঙ্গে বিশেষ উতব পালন করলেন সচিন তেন্ডুলকরশাহরুখের নাচের ভিডিয়ো নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করলেন ডোয়েন ব্রাভো। যদিও আঙুলে চোট লাগার জন্য এবার টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন ব্রাভো। তবে তিনি পার্টিতে ছিলেন। শাহরুখের নাচের ভিডিয়ো পোস্ট করে ব্রাভে লিখলেন, আমরা অন্য দলকে হারাই তখন এভাবেই উতবে মেতে উঠি। বোর্ড ভাড়া নিয়ে ভাল মুহূর্ত উপভোগ করি আমরা। আমাদের বস এভাবেই একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন। প্রসঙ্গত, শাহরুখের দল টিকেআর গতবারের সিপিএল-এর চ্যাম্পিয়ন।

বাঙ্গারের খোলসা, তিনি নন, বরং এই ব্যক্তি বেছেছিলেন বিশ্বকাপ ২০১৯এ চার নম্বর ব্যাটসম্যান

ভারতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ ২০১৫র পর থেকে ওয়ানডে ক্রিকেটে ৪ নম্বর পজিশন নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়ে রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০১৭র ফাইনাল আর বিশ্বকাপ ২০১৯ এর সেমিফাইনালে টপ অর্ডার ফ্লপ হওয়ার পর ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারও চলে নি আর দুই মাচেই ভারতকে হারের মুখে পড়তে হয়। এ ছাড়া বেশ কিছু অন্য ম্যাচেও এটা হয়েছে।

বিশ্বকাপে বেশ কিছু ব্যাটসম্যানকে সুযোগবিশ্বকাপে ভারতীয় দল কেএল রাহুলকে দিয়ে চার নম্বরে শুরু করে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান রাহুল আগস্ট ২০১৮ থেকে বিশ্বকাপ পর্যন্ত মাত্র দুটি ওয়ানডে খেলেছিলেন কিন্তু কোনোটাতেই চার নম্বরে ব্যাট করেননি। শিখর ধবন আহত হওয়ার পর রাহুল রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেনিং করেন অন্যদিকে বিজয় শঙ্কর আর তারপর ঋষভ পন্থ চার নম্বরে সুযোগ পান। কিন্তু কেউই বিশ্বকাপে চার নম্বরে ব্যাট করে হাফসঞ্চুরি পর্যন্ত করতে পারেননি।সঞ্জয় বাঙ্গার দিলেন বয়ান২০১৪ থেকে ওয়েস্টইন্ডিজ সফর পর্যন্ত ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ থাকা সঞ্জয় বাঙ্গার ভারতীয় দলের চার নম্বর ব্যাটসম্যান বাছা নিয়ে বয়ান দিয়েছেন। বাঙ্গারকে ওয়েস্টইন্ডিজ সফরের পর ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে তিনি চার নম্বর ব্যাটসম্যান নিয়ে বলেন, 'পুরো টিম ম্যানেজমেন্ট আর নির্বাচকরা চার নম্বরের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার অংশ ছিলেন।এটা বিকল্প, বর্তমান ফর্ম, ফিটনেসের মাপদন্ডের উপর নির্ভর করত। তা সে বাঁহাতিই হোক বা সে বোলিং করতে পারুক' সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেনসঞ্জয় বাঙ্গার প্রায় ৫ বছর ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ থেকেছেন আর দ্বিতীয়বার কোচ হতে না পারায় তিনি অবশ্যই নিরাশ কিন্তু তিনি একসঙ্গে কাজ করা প্রধান কোচের পাশাপাশি বিসিসিআইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নিরাশ হওয়া একটা স্বাভাবিক আবেগ। যা কিছুদিন পর্যন্ত চলে। কিন্তু আমি বিসিসিআই আর সমস্ত কোচ ডানকান, অনিল আর রবিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা আমাকে পাঁচ বছরের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন',

ইংল্যান্ডে ভেল্কি দেখাচ্ছেন অশ্বিন, ব্যাট হাতে ব্যর্থ বিজয়

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে একটা টেস্টেও খেলার সুযোগ পাননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কাউন্টিতে সেই অশ্বিনই এখন ভেল্কি দেখাচ্ছেন। নটিংহ্যামশায়ার ও কেন্টের মধ্যে চার দিনের ম্যাচ চলছে। সেই ম্যাচে অশ্বিন সফল।নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে প্রথম ইনিংসে চার-চারটি উইকেট নেন ভারতের অফ স্পিনার। নটিংহ্যামশায়ারের দাপটে কেন্ট অল আউট হয়ে যায় ৩০৪ রানে। অশ্বিনের ঘূর্ণির জবাব দিতে না পেরে প্যাভিলিয়নে ফেরেন ড্রামন্ড, জর্ডন ক্কক্স, স্যাম বিলিংস ও রবিনসন। কাউন্টিতে এখনও পর্যন্ত সফল অশ্বিন।চলতি মরসুমে ২৭টি উইকেট নেওয়া হয়ে গিয়েছে তাঁর। বল হাতে অশ্বিন ফুল ফোটালেও মুরলী বিজয় সমারসেটের হয়ে প্রথম ম্যাচেই ব্যর্থ। শেষ তিনটি ম্যাচের জন্য বিজয় সই করেন সমারসেটের হয়ে। প্রথম ইনিংসে ৪৬ বল খেলে বিজয় করেন মাত্র ৭ রান। সমারসেট প্রথম ইনিংসে ১৯৯ রানে অল আউট হয়ে যায়। ব্যাট করতে নেমে ইয়র্কশায়ারের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১০৩ রানে।এক ম্যাচে ৩৭ ছয়! ২০ ওভারে ২৪১, তাতেও হেরে গেল গেইলদের দল খাতাই খুলতে পারেননি তিনি। ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়ার জন্যই কাউন্টি খেলতে এসেছিলেন বিজয়। জাতীয় দলে তাঁর লড়াই মায়াঙ্ক আগরওয়াল, লোকেশ রাহুলের সঙ্গে। প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ায় বিজয় এখন তাকিয়ে বাকি দুটো ম্যাচের দিকে।

৮৯ বছর আগে যে রেকর্ড ব্র্যাডম্যান করেছিলেন, সেটাও কি ভেঙে দেবেন স্টিভ স্মিথ?

চলতি অ্যাসেজ সিরিজে পাঁচ ইনিংসে ৬৭১ রান করেছেন স্টিভ স্মিথ। মাথায় চোটের জন্য যদি তৃতীয় টেস্টে দলের বাইরে না চলে জেতেন, তা হলে রানটা যে ৮০০ পেরিয়ে যেত তা ধরেই নেওয়া যায়। একটা টেস্ট কম খেলা সত্ত্বেও স্মিথ একটি রেকর্ডকে তাড়া করছেন, ৮৯ বছর আগে যেটা তৈরি করেছিলেন খোদ ডন ব্র্যাডম্যান। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করবেন স্মিথ।১৯৩০-এর অ্যাসেজে ব্র্যাডম্যান মোট ৯৭৪ রান করেছিলেন। কোনো দ্বিপাক্ষিক টেস্ট সিরিজে আজ পর্যন্ত এটিই কোনো ব্যাটসম্যানের করা সর্বোচ্চ রান। এই রেকর্ডটিই তাড়া করছেন স্মিথ। পঞ্চম টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে স্মিথ যদি ৩০৪ রান করতে পারেন, তা হলে ছারখার হয়ে যাবে ডনের রেকর্ড।চতুর্থ টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ২৯৩ রান করেছেন স্মিথ। ফলে তাঁর পক্ষে পঞ্চম টেস্টে ৩০৫ রান করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে সেটা যদি নাও হয়, স্মিথের কৃতিত্ব কোনো ভাবেই কম হবে না, কারণ ডনের থেকে অন্তত তিনটে ইনিংস কম খেলেই এতগুলো রান করে ফেলেছেন স্মিথ।

তিন ম্যাচ জিতে এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে চলে গেল ভারত ছিটকে গেল পাকিস্তান

বর্তমান আধুনিক ক্রিকেটে প্রত্যেক ম্যাচে দেখা যায় প্রচুর রান হতে আর এই মুহূর্তে যখন এত রান হচ্ছে প্রতিটি ম্যাচে। যেখানে দাঁড়িয়ে মাত্র ১২৪ রান যে কোনদিনই নিরাপদ নয় সেটা সকলেই জানেন। যদি কোন দল ১২৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখেন তাহলে অপর দল সেই রান হাসতে হাসতে করে ফেলে। কিন্তু অনুর্ধ ১৯ এশিয়া কাপ ভারত বনাম আফগানিস্তান ম্যাচে দেখা গেল অন্য চিত্র আফগানিস্তান দল ভারতীয় দলের কাছে মাত্র ২৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল, কিন্তু সেই রান করতে করতে কার্যত আফগানিস্তানের চাইনা ম্যান বোলার নূর আহমেদ নাজেহাল করে দিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপকে।এই ম্যাচে আফগানিস্তান ৪০.১ ওভার খেলে মাত্র ১২৪ রান করে এবং তার জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথমে ইনিংসের শুরুতে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। কিন্তু এক সময় হঠাতই জ্বলে ওঠেন আফগানিস্তানে নুর আহমেদ। একটা সময় ভারত ১০৬ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকেও ম্যাচ জিতে নেয় ভারতীয় দল। আর এই জয়ের ফলে গ্রুপে পর পর তিনটি ম্যাচ জিতে ভারতীয় দল চলে গেল সেমিফাইনালে।প্রথম ম্যাচে কুয়েত, দ্বিতীয় ম্যাচ পাকিস্তান এবং শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়ে পরপর তিনটি ম্যাচ জিতে গ্রুপ ''এ'' থেকে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে চলে গেল ভারতীয় দল। আর ভারতীয় দলের সেমিফাইনালে যাওয়ার সাথে সাথে সেমিফাইনালে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল পাকিস্তানের। সেই সাথে এই গ্রুপ থেকে সেমিতে চলে গেল আফগানিস্তান।গ্রুপে ''এ'' থেকে ভারত এবং আফগানিস্তান সেমিফাইনালে উঠেছে অর্থাত এরপর সেমিফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার সাথে অপর দিকে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান। আর এই দুটি ম্যাচ থেকে যে দল গুলি জয়ী হবে তারা সরাসরি মুখোমুখি হবে ফাইনালে। আর তার পরেই এশিয়া পেয়ে যাবে তাদের নতুন চ্যাম্পিয়ন অর্থাত নতুন এশিয়া চ্যাম্পিয়ন দল।

এক ম্যাচে ৩৭ ছয়! ২০ ওভারে ২৪১, তাতেও হেরে গেল গেইলদের দল

ফের সেঞ্চুরি করলেন ক্রিস গেল। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে জামাইকা থালাওয়াসের হয়ে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিওটসের বিরুদ্ধে ৬২ বল খেলে ১০টি ছয়-সহ ১১৬ রানের ইনিংসটি খেলেন ''ইউনিভার্স বস''। এটি টি- টোয়েন্টি কেরিয়ারের তাঁর ২২ নম্বর সেঞ্চুরি, যা টি- টোয়েন্টির ইতিহাসে সর্বাধিক।মুলত গেইল ও চ্যাদরিক ওয়ালটনের(৩৬ বলে ৭৩) ব্যাটে ভর করেই জামাইকা থালাওয়াস ২০ ওভারের শেষে ২১টি ছয়-সহ ২৪১ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে। ইনিংসের শেষের দিকে নেমে আন্দ্রে রাসেল করেন ৮ বলে ১৫ রান।পাহাড় প্রমাণ রান তাড়া করতে শুরুটা ভাল করার প্রয়োজন ছিল কার্লোস ব্রাথওয়েটের নেতৃত্বাধীন প্যাট্রিওটস দলের। তাই ব্যাটে নেমে শুরু থেকেই আক্রমনের পথ বেছে নেন ওপেনার এভিন লুইস। ১৮ বলে ৫৩ রানের ইনিংস খেলে দলকে জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে দেন তিনি। তবে তাঁদের হয়ে সর্বাধিক রান করেন দলের আরেক ওপেনার ডেভন থমাস(৪০ বলে ৭১)।বল হাতে ওশেন থমাসের চার উইকেটও থালাওয়াসের হার রুখতে ব্যর্থ হয়। সাত বল বাকি থাকতেই ১৬টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪২ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় প্যাট্রিওটসরা। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন এভিন লুইস।দুই ইনিংস মিলিয়ে বিশ ওভারের ক্রিকেটে এক ম্যাচে সর্বাধিক মোট ৩৭টি ছয় দেখা যায় এই ম্যাচে। খেলার শেষে বোলারদের প্রতি হতাশা উগড়ে দেন থালাওয়াস অধিনায়ক রভম্যান পাওয়েল। তিনি বলেন, ""আমরা বল করার সময় নিজেদের প্ল্যানগুলিকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। বোলাররা সঠিক জায়গায় বল রাখতে ব্যর্থ হয়। যার কারণে এই বিপর্যয়।"" অন্য দিকে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত কার্লোস ব্রাথওয়েট জানিয়ে দেন, এই জয় তাঁদের মনোবলকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে, যা টুর্নামেন্টে কঠিন সময়ে দলকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

PNIT NO: 12/EE/RD/DIV/KCP/2019-20 Dt. 09/09/2019

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur North Tripura invites tender from eligible bidders upto 5.00 PM of 22/09/2019 for 2 (two) nos. projects, 1(one) at Kadamtala R.D. Block & 1(one) at Kalacherra R.D. Block, of Kalacherra R.D Sub-Division under R.D.Kanchanpur Division during the year 2019-20. For details visit https://tripuratenders.gov.in. or contact at Mobile No: 9436501956 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1072/19

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER

PNIT No. E-PT-06/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dated 06/09/2019

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3:00 PM on 27/08/2019 for 4 (Four) nos. works [(1) DNIT.No.15/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dt.06109/2019 (2) DNIT.No.16/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dt.06/09/2019 (3) DNIT.No.17/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dt.06/09/2019 (4) DNIT.No.18/EE/RD /KGT/DIV / 2019-20, Dt.06/09/2019]. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and contact at Ph. No.9612590474 (M)/ email- een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1067/19

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura.

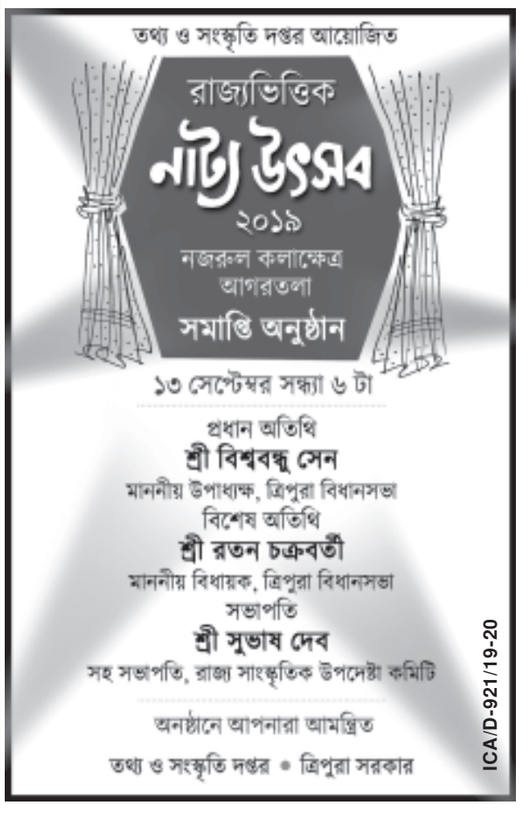

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা : জামিনের আর্জি নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় জামিনের আর্জি নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমউ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায়, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর তদন্ত মামলায় জামিনের আর্জি নিয়ে বুধবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পি চিদম্বরমউ একইসঙ্গে সিবিআই-এর মামলায় বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন পি চিদম্বরম।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় ধৃত পি চিদম্বরম এখন তিহাড় জেলে বন্দিউ আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পি চিদম্বরমকে জেলা হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির বিশেষ আদালতউ সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পি চিদম্বরমউ ইতিমধ্যেই সিবিআই হেফাজতে ১৫ দিন কাটানো হয়েছে পি চিদম্বরমের।

বুধবার জাতীয়তাবাদ এবং আর্টিক্যাল ৩৭০ শীর্ষক সেমিনারে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

পানিসাগরে মাছের চারাপোনা মজুতকরণ কর্মসূচির সূচনা

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স)।। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত রৌয়া চামটিলা এলাকায় অবস্থিত জুরি নদীতে ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দফতরের উদ্যোগে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির 'মাছের চারা পোনা মজুতকরণ কর্মসূচি'র সূচনা হয়েছে। বুধবার সকাল আটটায় এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, পানিসাগরের মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক অনিমেষ চাকমা, ফিশারি অফিসার শম্পা পাল, মৎস্য দফতরের ফার্ম ইনচার্জ বিশ্বজিৎ দাস, রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জোতির্ময় দেবনাথ, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য বিধুভূষণ মালাকার, রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শক্তি প্রমুখ জনার্দন দত্ত।

অনুষ্ঠানস্থলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক জানান বিনয়ভূষণ দাস, প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় এক লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। তিনি বলেন, উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনাগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব এলাকার সাধারণ জনগণের ওপর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে কিছু অসাধু কতিপয় ব্যক্তি এই নদীতে বিষ ঢেলে বার-কয়েক মাছ ধ্বংস করেছে। এছাড়া কতিপয় ব্যক্তিদের জলের সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ করে মাছের পোনাগুলোকে মেরে দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে।

এর জন্য বর্তমান সরকার তথা ফরেস্ট দফতর দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন বিধায়ক। অন্যথায় এদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি সব প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হবে।

মৎস্য দফতর কর্তৃক আযোজিত আজকের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গোটা মহকুমার মৎস্যজীবিদের মধ্যে আনন্দের বাতাবরণ ছড়িয়েছে।

নবম শ্রেণীর ছাত্রকে মারধরের প্রতিবাদে স্কুলে বিক্ষোভ ছাত্র ছাত্রীরদের

হুগলী, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্কুলে ঢুকে এক নবম শ্রেণীর ছাত্রকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ও অবিলম্বে ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতারের দাবিতে স্কুল ঘেরাও করে ব্যপক বিক্ষোভ দেখালেন এই স্কুলেরই ছাত্র ছাত্রীরা। তারা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের না ঢুকতে দিয়ে হাতে পোষ্টার নিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই ঘটনার জেরে এলাকায় স্কুল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে তারা আরামবাগ কলকাতা রাজ্য সড়কে অবরোধে বসে পড়েন।এতে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন পুরশুড়া থানার ওসি,আরামবাগের এস ডি পি ও সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।নামানো হয়েছে র‍্যাফও।ছাত্রছাত্রীরা এস ডিপিও কে ঘিরে ধরে।তাকেও বিক্ষোভ দেখায় তারা।বিক্ষোভ এখনও চলছে। অভিযোগ যে, সোমবার স্কুল চলা কালীন স্থানীয় তৃণ মূল নেতা সেখ আলাউদ্দিন স্কুলে ঢুকে নবম শ্রেণীর এক ছাত্র ঋজু মালিক কে স্কুল চলাকালীন বেদম মারধর করেন। আর সেই প্রতিবাদেই এদিন ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা।তাদের দাবি, কেন স্কুল চলা কালীন ওই তৃণমূল নেতা ছাত্রদের মারবে। এই নিয়েই উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা।

কৈলাসহরের পুলিশ লাইনে এক রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ সেপ্টেম্বর ।। উনকোটি জেলা পুলিশের উদ্যোগে বুধবার কৈলাসহরের কামরাঙাবাড়িস্থিত পুলিশ লাইনে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলার পুলিশ সুপার লাকি চৌহান। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহরের এসডিএম ডাঃ বিশাল কুমার, কৈলাসহরের এসডিপিও

ছয়ের পাতায় দেখুন

মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে জগন্মোহন রেড্ডির সরকার, বিষোদগার চন্দ্রবাবু নাইডুর

অমরাবতী ও বিজয়ওয়াড়া, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের জগন্মোহন রেড্ডির সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডুউ ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এন চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, ''মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে এই সরকারউ এই সরকারকে আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছিউ পুলিশকেও আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছিউ আপনারা এমন ধরনের রাজনৈতিক খেলা খেলতে পারেন নাউ গ্রেফতার করে আমাদের থামিয়ে দেওয়া যাবে নাউ তাঁরা যখনই আমাদের অনুমতি দেবে, তখনই 'চলো আত্মাকুর' মিছিল শুরু হবেউ'

টিডিপি কর্মীদের হুমকি ও রাজনৈতিক হিংসা এবং খুনের প্রতিবাদে জগন্মোহন রেড্ডি সরকারের বিরুদ্ধে বুধবার 'চলো আত্মাকুর' মহা মিছিলের আয়োজন করেছিল টিডিপিউ সেই আন্দোলন সামাল দিতেই আগেভাগে আটক ও গৃহবন্দি করা হয় এন চন্দ্রবাবু নাইডু, তাঁর ছেলে নারা লোকেশ, টিডিপি নেত্রী ভুমা অখিলা প্রিয়া ও প্রাক্তন টিডিপি বিধায়ক টি সৌম্য ও টিডিপি এমএলসি ওয়াই ভি বি রাজেন্দ্র প্রসাদ-সহ বহু টিডিপি নেতা-কর্মীকেউ অমরাবতীর বাড়িতেই গৃহবন্দি করে রাখা হয় এন চন্দ্রবাবু নাইডুকে, তাঁর ছেলে নারা লোকেশকেও গৃহবন্দি করে রাখা হয়উ বিজয়ওয়াড়ায় নোভোটেল হোটেলে আটকে রাখা হয় অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা টিডিপি নেত্রী ভুমা অখিলা প্রিয়াকেউ কৃষ্ণা জেলার নন্দিগামা টাউনে গৃহবন্দি করে রাখা হয় টিডিপি বিধায়ক সৌম্যকে, কৃষ্ণা জেলার ইউরুতে গৃহবন্দি করে রাখা হয় টিডিপি এমএলসি ওয়াই ভি বি রাজেন্দ্রে প্রসাদকেউ

গৃহবন্দি ও আটকের প্রেক্ষিতে জগন্মোহন রেড্ডি সরকারকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছেন, ''মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে এই সরকারউ এই সরকারকে আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছিউ পুলিশকেও আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছিউ আপনারা এমন ধরনের রাজনৈতিক খেলা খেলতে পারেন নাউ গ্রেফতার করে আমাদের থামিয়ে দেওয়া যাবে নাউ তাঁরা যখনই আমাদের অনুমতি দেবে, তখনই 'চলো আত্মাকুর' মিছিল শুরু হবেউ'

ছয়ের পাতায় দেখুন

জন্মবার্ষিকী আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের : শুভেচ্ছা-অভিনন্দন বার্তা বিজেপি নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মোহন ভাগবত এমনই একটি নাম, যার কোনও পরিচয় প্রয়োজন নেইউ তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র ষষ্ঠ প্রধানউ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের জন্মদিনে (১১ সেপ্টেম্বর, বুধবার) তাঁকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানালেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি নেতারাউ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, জি কিষাণ রেড্ডি, ডা. কে লক্ষ্মণ, কিরেণ রিজিজু ও সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রমুখ।

আরএসএস প্রধানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তায় মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, 'ভারত মাতার সেবক, লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের প্রেরণাস্রোত আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহন ভাগবতকে জন্মদিনের হার্দিক শুভ কামনাউ আপনি সর্বদা সুস্থ থাকুন এবং আমাদের সকলকে মার্গদর্শন করুন, এটাই ঈশ্বরের কাছে কামনা করিউ' শুভেচ্ছা বার্তায় জি কিষেণ রেড্ডি জানিয়েছেন, 'জন্মদিনে ডা. মোহন ভাগবতকে শুভেচ্ছাউ' কিরেণ রিজিজু শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, 'পূজনিয়া সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহন ভাগবতকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাউ মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত আপনার জীবন, আপনার মতো সন্তানের জন্য গর্বিত ভারতউ আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিউ' প্রবীণ বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয় জানিয়েছেন, 'নিঃস্বার্থ সেবার জন্য প্রসিদ্ধ বিশ্বের সবথেকে বড় সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘর সরসঙ্ঘচালক এবং লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের প্রেরণাস্রোত শ্রী মোহন ভাগবতকে জন্মদিবসের শুভকামনা।

১৯৫০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন মধুকর ভাগবতউ মোহন ভাগবতের বাবা মধুকর রাও ভাগবত চন্দ্রপুর জোনের কার্যবহ ছিলেন, পরে তিনি গুজরাটে আরএসএস-এর প্রান্ত প্রচারক হনউ তাঁর মা মালতীদেবী আরএসএস-এর মহিলা শাখার সদস্য ছিলেন।

ভিজন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে সরকার বদ্ধপরিকর : মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যবাসীর কল্যাণে ভিজন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে সরকার বদ্ধপরিকর। রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের কল্যাণে ভিজন ডকুমেন্টে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আজ খোয়াই অফিসটিলায় খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের নবনির্মিত ত্রিতল ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

জেলা ও দায়রা আদালতের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়া। সরকার সেই লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী ৩ বছরে রাজ্যকে একটি মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা। জনকল্যাণে রূপায়িত কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তিনি বলেন, মেধা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে রাজ্যকে মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য চাই কর্মসংস্কৃতি ও গুণগত কাজ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে নেশামুক্ত করার লক্ষ্যে যে অভিযান শুরু হয়েছিল তাতে অনেকটাই সাফল্য এসেছে। নেশাসামগ্রীর কারবার ছাড়া অন্য পথেও রোজগার করা সম্ভব। আর এতেই সমাজের মঙ্গল। কারণ নেশার কারণে মহিলাদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। মুখ্যমন্ত্রী নেশা কারবারি, কালোবাজারি ও মহিলাদের উপর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ১৫ হাজার কৃষককে তিন কিস্তিতে বছরে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৮৮ কোটি টাকা রাজ্যের গরিব কৃষকদের কাছে গেছে। এই প্রকল্পে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থরাশি যাচ্ছে। তিনি বলেন, এই প্রথম রাজ্য সরকার ভারতীয় খাদ্য নিগমের মাধ্যমে যৌথভাবে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করেছে।

এই কর্মসূচিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতি কেজি ১৭.৫০ টাকা মূল্যে ১০,৪০৬ মেট্রিক টন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬, ৪৭০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এতে উপকৃত হয়েছেন রাজ্যের কৃষকরা। আগে তাঁরা ১০ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করতেন। এখন ১৭.৫০ টাকায় বিক্রি করতে পারায় কৃষকরা লাভবান হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শূন্য থেকে শুরু করেছে। ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নে বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে অপরাধীদের সাজার হার ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৭ শতাংশ হয়েছে।

খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল।

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্লাস্টিকের বিকল্প খুঁজতে আইআইটি পড়ুয়াদের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

মথুরা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) প্লাস্টিকের বিকল্প জিনিস বানানোর জন্য আইআইটি পড়ুয়াদের আহ্বান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি পশুদের আরও বেশি পরিমাণে সবুজ খাদ্যের যোগান কি ভাবে দেওয়া যায় তাও পড়ুয়াদের ভেবে দেখতে বলেন তিনি। বুধবার মথুরায় স্বচ্ছই সেবা অনুষ্ঠানে স্টার্ট আপ গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জের শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, বহু সমস্যার সমাধান স্টার্ট আপের মাধ্যমে হতে পারে। প্লাস্টিকের বিকল্প সস্তা এবং সহজলোভ্য জিনিস এর মাধ্যমে তৈরি করা হবে।

দেশের দুগ্ধ শিল্পের সম্প্রসারণে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, দুগ্ধ শিল্পের বিস্তৃতির জন্য নতুন প্রযুক্তির দরকার। গ্রামাঞ্চল থেকেই এই সমস্যার সমাধান হবে।

প্লাস্টিকের একক ব্যবহারের ক্ষতিকারক বিষয়ে সবাইকে অবগত করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিবেশের জন্য সব থেকে বিপদজনক হচ্ছে প্লাস্টিক। পশু এবং জলজ প্রাণীদের জন্য বিপদজনক হয়ে উঠছে প্লাস্টিক। এর থেকে মুক্তি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। বেসরকারি সংস্থা, স্কুল, কলেজ, মহিলা সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচিত প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান চালানো। নিজেদের শিশুদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য এই উদ্যোগ নিতে হবে। সিমেন্টের কারখানা এবং সড়ক নির্মাণে প্লাস্টিকের পুনব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন তিনি।

সিইএসসি-র সদর দফতরের সামনে বিজেপি-র অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র ধর্মতলা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার সিইএসসি-র সদর দফতর ভিক্টোরিয়া হাউস অভিযানের ডাক দিয়েছিল রাজ্য বিজেপি-র যুব মোর্চা। আর তা ঘিরেই ধুন্ধুমার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। বিজেপি-র প্রস্তাবিত বিক্ষোভ সমাবেশে গ্রেফতার হয় ৮৫ জন।

বিদ্যুৎ মাশুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মিটার রিডিংয়ে কারচুপি, বিদ্যুৎ প্রবাহের তারতম্যের (ফ্লাকচুয়েশন) জন্য মাশুলবৃদ্ধি প্রভৃতির অভিযোগ এনে বেশ কিছুদিন ধরে সিইএসসি-র সরব হয়েছে বিজেপি। এ নিয়ে দলের রাজ্য দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুকুল রায়। বিধানসভা অধিবেশনে বামেরাও এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বুধবার মুরলিধর সেন লেন থেকে মিছিল করে বিজেপি সমর্থকরা এসে সমবেত হন সিইএসসি-র সদর দফতর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে ধর্মতলায় সিইএসসি ভবনের দিকে এগোতে শুরু করলে পুলিশ তাদের মিছিল আটকায়। সেই মিছিলে নেতৃত্বে ছিলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু এবং রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়রা। ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইটবৃষ্টিও। তাতে বেশ কয়েক জন পুলিশকর্মী আহত হন। এরপরই জলকামান দাগতে হয় পুলিশকে। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের সেলও।

লাগামছাড়া বিদ্যুতের বিল। বিদ্যুতের মাসুল কমানোর দাবিতে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা শ্লোগান দিতে থাকেন। সিইএসসি ভবন অভিযানে শুরু হয় ধুন্ধুমার কাণ্ড। আন্দোলনকারী ও পুলিশের মধ্যে প্রবল ধস্তাধস্তি চলে। শুরু হয় ইটবৃষ্টি। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামানের ব্যবহার করে পুলিশ। ইটের আঘাতে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীর মাথা ফাটে। জখম হন পুলিশকর্মীরাও। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে আন্দোলনকারীরা।

দলের দুই সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু ও, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিৎ সরকার প্রমুখের নেতৃত্বে আসে বিক্ষোভকারীরা।

গ্রেফতার করা হয় ওই তিন নেতাকে।

বুধবার পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী সিইএসসি'র সদর দফতর ভিক্টোরিয়া হাউস অভিযানে নামে বিজেপির যুব মোর্চার সদস্যরা। আটক করা হয় আন্দোলনকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে। পাশাপাশি বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।